চাকমা ভাষা শিক্ষার

প্রথম পাঠ

က	a	0	ಬು	3
υ	30	3	8	ည
5	6	2	છ	ശ
00	00	0	೧	(00)
O	(9	9	\$	6)
8	ବ	0	ත	ဟ
ယ	•	• •	O	
55	S	20	ล	0



উপজাতীয় সাংষ্কৃতিক ইলম্টিউটি রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু । কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন! জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

(৪র্থ সংস্করণ)



রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাংগামাটি।

প্রকাশনায় ঃ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাংগামাটি।

১ম সংস্করণ	8	১৯৮৩ ইং ।
২য় সংস্করণ	8	নভেম্বর' ১৯৮৪ ইং।
৩য় সংস্করণ	8	সেপ্টেম্বর' ১৯৮৭ ইং।
৪র্থ সংস্করণ	8	জুন' ২০০০ ইং।
রচনায়	8	বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান এবং
		সুগত চাকমা।
সহযোগিতায়	8	শান্তিময় চাকমা প্রধান শিক্ষক রাণী দয়াময়ী উচচ বিদ্যালয় রাঙ্গামাটি।
কম্পিউটার কম্পোজ	₹	
ও ভতাৰগৰে	o	काराव्याच्या राज्याच्या
মুদ্ৰণ তত্ত্বাবধানে	0	অনুশীলণ ত্রিদিব নগর, বনরূপা, রাঙ্গামাটি।
শুভেচছা মল্য	8	পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র।

Chakama Bhasha Shikkhar Pratham Pat: Published by Tribal Cultural Institute, Rangamati. 4th edition: June' 2000. Rangamati. Brice: ThirtyFive Taka Only.

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। এদের মধ্যে চাকমারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। নৃতাত্ত্বিক বিশেণে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীভূক্ত। তবে এদের ভাষা অন্যান্য মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোকদের মত পুরোপুরি সিনো-টিবেটান (Sino-Tibetan) অথবা তিব্বতি-বর্মি (Tibete-Burman) শাখাভূক্ত নয়; চাকমাদের ভাষা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত অহমিয়া, তিব্বতি-বর্মি এবং বাংলা ও অন্যান্য ইন্দো-এরিয়ান ভাষার সংমিশ্রণে একটি শিক্ষিত ভাষা (Lingua-Franc)।

ব্যাকরণের ক্ষেত্রে চাকমা ভাষার সাথে বাংলা ভাষার মিল নেই এবং উচচারণের ক্ষেত্রে অহমিয়া এবং অন্যান্য তিব্বতি-বর্মিভুক্ত ভাষাগুলির সাথে মিল রয়েছে।

চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। এ বর্ণমালার সাথে বর্মি এবং অহোম বর্ণমালার সাদৃশ্য রয়েছে।

চাকমা বর্ণগুলি দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ওঝারা তাদের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'তালিক শাস্ত্র' লিখে থাকেন। ইতোপূর্বে এ বর্গগুলি কখনও ধর্মীয় এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতো। আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে চাকমারা অধিক হারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মনযোগী হওয়ায় চাকমা ভাষার শব্দ ভাভারে পূর্বাপেক্ষা অধিকহারে বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তদুপুরি আধুনিক চাকমা কবি সাহিত্যিকগণ অনেকেই বাংলা বর্ণে চাকমা সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। এতে অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা হলেও উচচারণের বেলায় বেশ অসুবিধা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি হওয়ার ফলে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার অধিকার দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে চাকমা বর্ণমালাকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি Standard Form এ উন্নীত করে কম্পিউটারের সাহায্যে শিশুদের পাঠোপযোগী পুস্তক মুদ্রণের উদ্যোগ নেয়া হচেছ।

চাকমা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ পুস্তকটির চাহিদা থাকায় ইতোমধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যার সকল কপি বিক্রি হওয়ায় পাঠকদের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে এটির ৪র্থ সংখ্যা পুন মুদ্রণ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার্থে এ সংখ্যায় চাকমা উচচারণ বিষয়টি আলাদাভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আশাকরি, চাকমা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ পুন মুদ্রিত এ সংখ্যাটিও পাঠকদের কাছে সাদরে গৃহীত হবে।

সুপ্রিয় তালুকদার পরিচালক উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাংগামাটি।

	সূচীপত্ৰ ঃ	
		পৃষ্ঠা নং
ক.	চাকমা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ	১ - ২০
	(চাকমা শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা)	
খ.	শব্দাবলী	২১ - ৩৯
গ.	বাক্য গঠন ও কথোপকথন	८० - ७१
ঘ.	ব্যাকরণ	(b - po
	हाकक्षा वराकत ्व	পুষ্ঠা নং
,٤.	চাকমা ব্যাকরণ	৫১
₹.	পদ প্রকরণ	৫১
೨.	বচন	৬১
8.	লিঙ্গ	৬৩
৫.	ধাতু ও ক্রিয়া	৬৬
৬.	ক্রিয়ার কাল ও ধাতুরূপ	৬৭
٩.	বাক্য	૧૨
ъ.	প্রবচন	98
გ .	বাগধারা	৭৬

চাকমা উচচারণ ঃ

বাংলা বর্ণে সঠিকভাবে চাকমা শব্দগুলির উচচারণ করা যায় না। কারণ চাকমাতে এমন সব কতগুলি উচচারণ রয়েছে, যা বাংলাতে পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া বাংলাতে চাকমা উচচারণ প্রকাশের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কতগুলি বর্ণেরও অভাব রয়েছে। যেমন চাকমাতে ন, র, ল, ম, য ইত্যাদি বর্ণগুলির মহাপ্রাণ ধ্বনি রয়েছে, যথা- নহ্ (nh), রহ্ (rh), লহ্ (lh), মহ্ (mh), যহ্ (zh)। আবার বাংলায় এমন সব বর্ণ রয়েছে যেগুলির উচচারণ চাকমাতে নেই, যথা- ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ড়, ঢ়, শ, য়, ইত্যাদি। এছাড়া বাংলার চ-বর্গের, যথা- (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,) এর সঠিক উচচারণও চাকমাতে নেই। আর ঐগুলির ক্ষেত্রে চাকমারা যা উচচারণ করে থাকে, তা' আর যাই হোক, অন্ততঃ বাংলার মত নয়। এমনকি চাকমাদের ক, খ, হ বর্ণগুলির উচচারণেও বাংলার সাথে পার্থক্য রয়েছে।

চাকমার সাথে বাংলা ভাষার, ধ্বনি তত্ত্বের ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, চাকমাতে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচচারণের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য (এক্ষেত্রে Stress) রয়েছে তা' বাংলার চেয়ে কম। অর্থাৎ উদাহরণ দিয়ে বললে বলা যায়, 'ত' ও 'থ' এ দু'টি বর্ণ বাংলাতে যে রকম স্পষ্টভাবে উচচারণ করা হয়ে থাকে, সেভাবে চাকমাতে সম্ভব নয়; চাকমাতে 'ত' ও 'থ' এ দু'টি বর্ণের উচচারণে খুব কম পার্থক্য ধরা পড়ে। যে কোন একজন চাকমাকে দিয়ে নিন্মের শব্দগুলি উচচারণ করলে সহজেই যে এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন -

দাবা - তাল - জাল - আজা - কাদি - জার ধাভা - থাল - ঝাল - আঝা - খাদি - ঝার এছাড়া চাকমা ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, শব্দের মধ্যে এবং অন্ত্যে স্বরযুক্ত বর্ণগুলির ঘোষ (Voiced) প্রবণতা। নিন্মে চাকমাতে বাংলা থেকে উদ্ভূত কয়েকটি শব্দের উচচারণ দিয়ে বিষয়টি বুঝানো গেল -

ক > গ	চ > জ	<u> </u>	<u>প > ব</u>
বাকল > বাগল	নাচা > নাজা	পাতা > পাদা	কাপড় > কাবর
চিকণ > চিগোন	নাচা > নাজা	কাঁটা > কাদা	চাপড় > চাবর
সকল > সগল	কচু > কোজু	ছাতা > ছাদি	রূপা > রুবা।

অতএব দেখা যাচেছ যে, চাকমা ভাষাকে বাংলা বর্ণে প্রকাশের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধা রয়েছে। এসমস্ত অসুবিধাগুলি বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অদুর ভবিষ্যতে হয়তো দূর করা সম্ভব হবে। এই আশা রেখে নিন্মে বা লা বর্ণে চাকমা উচচারণ সম্পর্কে কতগুলি বক্তব্য পেশ করা হলোঃ -

স্থারবর্ণ $^{\circ}$ - সচরাচর চাকমাতে দীর্ঘ স্বর এক প্রকার নেই বললেই চলে। যে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি হলো- অ, আ, ই, উ, উ, এ্যা (a), এ (e), ও (o)। নিন্মে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল- অজল (উঁচু), আদাম (গ্রাম), ইজোর (বাড়ীর সামনে জল রাখার মাচা), উল (ব্যাঙের ছাতা), উইয়া (ঐতো), এ্যা-য (এসো), এইধ্যা (এঁটো), ওঘোই (উদুখল) ইত্যাদি।

ব্যজ্ঞন বর্ণ ঃ- চাকমাতে বাংলার ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, স, হ, ং, ঃ, ইত্যাদি ব্যঞ্জনগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর যদিও চাকমাতে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ড়, ঢ, য, শ, এঃ ইত্যাদি বর্ণগুলির ধ্বনি নেই তথাপি বাংলা ইংরেজী এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষা থেকে চাকমা ভাষার আগত শব্দাবলীর ক্ষেত্রে ঐ গুলির বুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রয়োজনে উলিখিত বর্ণগুলিও ব্যবহার করা প্রয়োজন যথা, নিম্মে কয়েকটি বানান দেওয়া গেল-

টেবিল, ডাব, ঢাকা, রাণী, বুড়া, ষুল (ষোল), শিরা, মিঞা, ঠার (ইশারা) তাল ইত্যাদি। চাকমাতে ন, র, ল, ম, য, ইত্যাদি অর্ধ ব্যঞ্জন (Half Consonant) গুলির যে মহাপ্রাণ ধ্বনি রয়েছে, ঐ গুলি নহ্ রহ্, মহ্ যহ্ এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। নিন্মে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল -

কানা / kana (অন্ধ) কানাহ্ / kanha (ক্ষন্ধ)
কালা / kala (কাল) কালাহ্ / kalha (বধির)
মালা / mala (মালা) মাহ্লাহ্ / malha (মাদ্দা-শূকর)
চারা / chara (চারা গাছ) চারাহ্ / charha (চাড়া-ভাঙ্গা)

বাংলা ব্যাঞ্জন বর্ণের চাকমা উচচারণ ঃ-

বহু আলোচনার পর দেখা যাচেছ যে, বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষা প্রকাশ করতে গেলে কতগুলি বাংলা বর্ণের সম্ভাব্য চাকমা উচচারণ সম্পর্কে জানা আবশ্যক। নিম্মে এ বিষয়ে কতগুলি বর্ণের চাকমা উচচারণ তুলে ধরা গেল -

চাকমা 'ক' বর্ণের উচচারণ শব্দের আদিতে বাংলার 'ক' ও 'হ' এর মাঝামাঝি

ঐ 'খ' এর মত। 'গ' ঐ 'ঘ' 'ঘ'' কাছাকাছি ,, ঐ এর মত **'**&' 'હ' ঠ ঐ 'ъ' ইংরেজী s (স) ঐ ঐ 'ছ' sh (সহ্) ঐ ঐ 'জ' h(য) ঐ ঐ 'ঝ' yh'যহ্' ক্র 'ত' 'ত' বাংলা

'থ'	ঐ		,,	'থ'	ঐ
'দ'	ঐ		••	'দ'	ঐ
'ধ'	ঐ		,,	'ধ'	ঐ
'ন'	ঐ		,,	'ন'	ঐ
ন' 'নহ্' 'প' ফ' 'ব'	ঐ		ই ংরেজী	nh	ঐ
'প'	ঐ		বাংলা	'প'	ঐ
'ফ'	ঐ		,,	'ফ'	ঐ
'ব'	ঐ		ইংরেজী	'ew'	ঐ
'ভ' 'ম'	ঐ		,,	'vh'	ঐ
'ম'	ঐ		বাংলা	'ম'	ঐ
'যা'	ঐ		,,	'য'	ঐ
'র'	ঐ		,,	'র'	ঐ
'রহ্'	ঐ		ইংরেজী	ʻrh'	ঐ
'র' 'রহ্' 'ল'	ঐ		বাংলা	'ল'	ঐ
'লহ্'	ঐ		ইংরেজী	ʻlh'	ঐ
'লহ্' 'স'	ঐ		,,	's'	ঐ
'হ'	ঐ		,,	'h'(as in h	ioyr) ঐ
'য়ু'	ঐ	,,	ʻy'	ঐ	• /
' ջ'	ঐ	বাংলা	'ર્ં'	ঐ	
' 8'	ঐ	,,	' 8'	ঐ	
,		্ৰ		٠,	ঐ

চাকমা শব্দ ঃ

চাকমা ভাষায় বর্তমানে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হচেছ এগুলির বিরাট অংশই হলো হিন্দ আর্য (INDO-ARYAN) শাখার শব্দাবলী। বিশেষতঃ শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য, সাহিত্য চর্চা, চাকরী ইত্যাদি কারণে প্রচুর বাংলা শব্দ সাম্প্রতিক কালে চাকমা ভাষায় ঢুকে পড়েছে এবং এই গতি নিঃসন্দেহে বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে বলে বিশ্বাস।

চাকমাদের আদিভাষা (Original language) কোন পরিবারের অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে এখনও কোন উলেযোগ্য তথ্যই আবিষ্কৃত হয়নি। যেহেতু নৃতত্ত্বর দিক থেকে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক সেহেতু অনেকেরই বিশ্বাস চাকমাদের আদিভাষা, যা কিনা কোন অজ্ঞাত কারণে সুদূর অতীতে কোন এক সময় লুপ্ত হয়েছিল বলে বিশ্বাস, তা' হয়তো অনার্য পরিবারের কোন একটি ভাষা ছিল। বর্তমানে অবশ্য চাকমাতে অনার্য পরিবারের শব্দ খুব কমই পাওয়া যায়। অনার্য পরিবারের যে সমস্ত শব্দ চাকমাতে রয়েছে উলেখ্য যে, পাহাড়ীরা পাহাড়ের ঢালু অংশে যে বিশেষ ধরণের এক প্রকার চাষ করে তার নাম জুম চাষ এবং তারা যে স্থানে জুম চাষ করে ঐ স্থানের নাম 'জুম'। নিন্মে চাকমা শব্দগুলি সম্পর্কে সাধারণ একটি আলোচনা দেওয়া গেল।

চাকমা শব্দগুলির শ্রেণী বিভাগ ঃ-

সাধারণভাবে চাকমা শব্দগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - আর্য শব্দ, অনার্য শব্দ (প্রায় ক্ষেত্রে ভোট-বর্মী শব্দ) এবং বিদেশী শব্দ।

ক) আর্য শব্দ ৪-

যে সকল চাকমা শব্দ সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, অহমীয়া অথবা অন্য কোন হিন্দ-আর্য (INDO-ARYAN) ভাষা থেকে চাকমাতে সরাসরি অথবা কালক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপে এসে পৌছেছে ঐ গুলিই হলো আর্য শব্দ। যথা -

চাং ঃ আমি. (বঙ্গার্থ আমরা), মূল পালি অম্হে।

```
চাং ঃ তুমি, (,, তোমরা), ,, ,, তুম্হে।
চাং ঃ গাঙ, (,, নদী/গাঙ), ,, সংস্কৃত গঙ্গা।
চাং ঃ সরাহ্ (,, ছোট/নদী), ,, পালি সরিং।
চাং ঃ মানেই (,, মানুষ), ,, সংস্কৃত মনু।
চাং ঃ মিলা (,, মেয়ে/মহিলা), ,, সংস্কৃত মহিলা ইত্যাদি।
উলেখ্য যে, এখানে চাকমা শব্দটিকে সংক্ষেপে 'চাং' লেখা হলো।
```

খ) অনার্য শব্দ ঃ-

যে সকল চাকমা শব্দ পূর্বকাল থেকে চাকমাতে প্রচলিত ছিল অথবা যে সকল শব্দ আরাকানী, ত্রিপুরী (কক্বরক্) কিংবা-কুকি চিন দলের কোন না কোন ভোট-বর্মী (TIBETO-BURMAN) ভাষা থেকে চাকমাতে প্রবেশ করেছে ঐগুলি হলো অনার্য শব্দ। যথা -

১. জুম, জুমে ব্যবহৃত হাতিয়ার ও পাহাড় বিষয়ক শব্দ ঃ

চাং ঃ জুম (পাহাড়ের ঢালু অংশে উপজাতীয় লোকেরা যে বিশেষ ধরণের চাষ করে এর নাম জুম চাষ এবং যে স্থানে জুম চাষ করা হয় এর নাম জুম।)

তুলনীয় আসামী ঃ 'জাহোমা' ফাল্পণী মুখোপাধ্যায়, মনজানে, পৃঃ ১৬-১৭ দুঃ।

চাং ঃ তাগল (বঙ্গার্থ দা)। এই রকম দায়ের দুই পার্শ্বের মধ্যে এক দিকে অর্থাৎ একটি পার্শেই শুধু ধার দেওয়া থাকে আর এগুলির মাথার দিকটিতেও ধার দেওয়া থাকে। যাতে এগুলি দিয়ে গাছ, বাঁশ কাটার কাজ ছাড়াও মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বীজ পুঁতার কাজ চালানো যায়।

তুলনীয় আসামী ঃ টারুল' এর সমার্থক হলো মিতেই (মণিপুরী) থাংগুল, অর্থ ছোট দা।

- চাং % কালোং (মাথায় দড়ি ঝুলিয়ে পিঠে বহনযোগ্য বেতের তৈরী এক প্রকার ঝুড়ি)।
 স্তানীয় পাংখো ভাষায় এ জাতীয় ঝুডির প্রতিশব্দ হলো 'কারলান'।
- চাং ঃ পুল্যাং (মাথায় দড়ি ঝুলিয়ে পিঠে বহনযোগ্য বেতের তৈরী এক প্রকার ঝুড়ি)। সমার্থক আরাকানী পঁরাইং। স্থানীয় লুসেইরা পাহাড়কে 'টালাং' বলে।
- চাং ঃ তারেং (পাহাড় পর্বতের খাড়া পার্শ্বদেশ)।

২. ধর্ম বিষয়ক শব্দ ঃ

- চাং ঃ ক্যং (বৌদ্ধ মন্দির) মূল আরাকানী ক্যাং, অর্থ বৌদ্ধ মন্দির এবং স্কুল।
- চাং ঃ স্যং (ভিক্ষুদের আহার্য দ্রব্য) মূল আরাকানী সোঁয়েই।
- চাং ঃ মোইসাং (শ্রামণ) মূল আরাকানী মোইসাং।
- চাং ঃ থাগা (ক্যং এর তত্তাবধায়ক) মূল আরাকানী তাগাঃ।
- চাং ঃ কারাগাহ্ (ভিক্ষুদের helper) মূল আরাকানী কারাগাঃ।
- চাং ঃ সাদাং (বৌদ্ধদের বিশেষ ধরণের মূল আরাকানী সাদাং। একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান)

৩. তৈজস পত্র ঃ

- টাং ঃ কাহ (এক জাতীয় বাটি) মূল আরাকানী কাঃ, এক জাতীয় ছোট পাত্র।
- চাং ঃ পোই (বঙ্গার্থ থালা) মূল আরাকানী পোইঃ)।
- চাং ঃ ধহ্ (চাউল মাপার কাজে ব্যবহৃত সমার্থক আরাকানী কেঁইঃ ধাহ্। এক মুখ খোলা গ্রন্থিযুক্ত তলওয়ালা বিশিষ্ট এক প্রকার পাত্র)।

চাং ঃ ফিয়ং (ক্ষুদ্র নৌ আকৃতি বিশিষ্ট মূল আরাকানী ফয়ং। গাছের খোলওয়ালা এক জাতীয় জল রাখার পাত্র। সাধারণতঃ ফিয়ং-এ পা ধোওয়ার জল রাখা হয়। এছাড়া ফিয়ং -এ করে শৃকরকে খাবারও দেওয়া হয়।

8. পোশাক পরিচছদ বিষয়ক শব্দ ঃ

চাং ঃ খবং (পাগড়ী) মূল আরাকানী ঃ গম্বং।

চাং ঃ কোবোই (বিশেষ এক সমার্থক ত্রিপুরী ঃ কাগোই। ধরণের জামা)

চাং % ফিয়া (কাঁধে ঝোলানোর জন্য তুলনীয় ত্রিপুরী ঃ খিসা। বিশেষভাবে তৈরী এক ধরণের কাপড়ের থলি)

৫. সঙ্গীত যন্ত্ৰ ও ফাঁদ জাতীয় শব্দ ঃ

- চাং % ধুদুক (এক টুকরো বাঁশের টুকরো নিয়ে 'ধুদুক্' তৈরী করা হয়। এটিকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শব্দ করা হয়। অতীতে সঙ্গীত যন্ত্র হিসাবে এর ব্যবহার যত না ছিল, তার চেয়ে এটি বন্য শূকর তাড়ানোর কাজেই অধিক ব্যবহৃত হতো)।
- চাং % খেংগরং (এক ফালি বাঁশের টুকরো নিয়ে খেংগরং তৈরী করা হয়। এটি মুখে নিয়ে বাদ্য হিসাবে বাজানো হয়। মূল আরাকানী ঃ খ্রেং খ্রেং। সমার্থক ত্রিপুরী দাংদুং)।
- চাং ঃ কাবুক (বাঘ মারার জন্য বিশেষভাবে তৈরী এক ধরণের ফাঁদ)।
- চাং ঃ কেরাপ্ (পাখি বিশেষতঃ ডাহুক ধরার জন্য বিশেষ ধরণের ফাঁদ)।
- চাং ঃ ঈদি (খরগোশ জাতীয় ছোট প্রাণী ধরার জন্য বিশেষ ধরণের ফাঁদ)।

৬. মশলা জাতীয় শব্দ ঃ

- চাং ঃ সাবারাং (তুলসী জাতীয় এক শ্রেণীর উদ্ভিদ তরকারীতে কাচা বা সবুজ অবস্থায় মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- চাং ঃ ফুঝি (ঘাস জাতীয় এক শ্রেণীর উদ্ভিদ। তরকারীতে কাচা বা সবুজ অবস্থায় মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়)।

৭ . অন্যান্য ভোট বর্মী শব্দ ঃ

- চাং ঃ গারেং (বঙ্গার্থ খামার ঘর) মূল ত্রিপুরী গাইরাং।
- চাং ঃ কুরুম্ (কোমরের দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝোলানোর জন্য বেতের তৈরী ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকার খাঁচা। জুমে বীজ বপনের সময় এতে বিভিন্ন ফসলের বীজ রাখার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।
- চাং ঃ মেজাং (ভাত খাওয়ার সময় ভাতের থালা রাখার জন্য বেতের তৈরী ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট এক ধরণের মাচাং বিশেষ।
- চাং ঃ গম (ভাল, মূল আরাকানী ঃ কং)।
- চাং ঃ তেম্মাং (আলোচনা সভা, মূল আরাকানী ঃ তাইম্বাং)।

গ. বিদেশী শব্দ

- যে সকল শব্দ আরবী, ফার্সী, হিন্দী, উর্দ্দূ ইংরেজী, ইত্যাদি

বিদেশী ভাষা থেকে চাকমাতে প্রবেশ করেছে ঐগুলি হলো বিদেশী শব্দ, যথা-

চাং	8	অক্থ	(বঙ্গার্থ সময়)	মূল আরবী ওয়াক্ত।
চাং	8	গৰ্বা	(,, মেহমান)	,, ,, গোর্বা ।
চাং	8	ওহ্রিপ্	(,, ফাঁকিবাজ)	,, ,, হরীফ অর্থ চালাক।
চাং	8	ফোর	(,, পালক)	,, ফার্সী পোর্।
চাং	8	মুক্যা	(,, ভূট্টা)	,, ,, মকৈ।
চাং	8	খদা	(,, চাকমারা ব্যথা পেলে	ī
			অনেক সময় ও,, ,, খো	দা অর্থ স্রষ্টা।
			খদা বলে)	
চাং	8	কবা	(,, কাক)	,, হিন্দী কৌয়া।
চাং	8	খর '	(,, টক)	,, ,, খট্টা।
চাং	8	খারু	(,, চুড়ি)	,, ,, খডুআ।
চাং	8	খত্তাল	(,, ঝগড়াতে)	,, ,, খরতাল অর্থ
				স্পষ্টভাষী।
চাং	8	দাবা	(,, বাঁশের হুকা)	,, ,, (?) ডব্বা অর্থ
				বৃহৎ পাত্র।
চাং	8	বুইয়ার	(,, বাতাস)	,, ,, বয়ার।
চাং	0	জীংকানি	(,, জীবন)	,, উর্দ্ জিন্দেগী।
চাং	8	ঝাদি	(তাড়াতাড়ি)	,, ,, জल्मि।
চাং	8	কলেজ	(মহাবিদ্যালয়)	,, ইংরেজী কলেজ।
চাং	8	ইচচুল	(বিদ্যালয়)	,, ,, স্কুল।
চাং	8	অভিচ্	(অফিস)	,, ,, অফিস।
চাং	0	টেলিভিঝন	(টেলিভিশন)	,, ,, টেলিভিশন ইত্যাদি।

কতিপয় দ্বিরুক্ত এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঃ-

চাকমা ভাষার শব্দ ভাভারের প্রধান একটি উৎস হলো- এর দ্বিরুক্ত এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি। প্রকৃতপক্ষে চাকমা ভাষাতে অজস্র দ্বিরুক্ত এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ রয়েছে যেগুলি চাকমা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করেছে। নিন্মে এই বিষয়ে কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল।

ক. দ্বিরুক্ত শৃক্র ঃ

চাকমা

ধাভা ধাভা (যানা)	-	দৌড়ে দৌড়ে (যাওয়া)।
পুনে পুনে (আহ্দানা)	-	পিছে পিছে (হাঁটা)।
লাহ্রে লাহ্রে (গরানা)	-	ধীরে ধীরে (করা)।
চিগোন চিগোন (গুলা)	-	ছোট ছোট ফল।
ধাঙর ধাঙর (আম)	-	বড় বড় আম।
রাঙা রাঙা (ফুল)	-	लाल लाल (ফুল)।
উম উম (পানি)	-	উষ্ণ উষ্ণ (জল)। অর্থাৎ ঈ্ববৎ উষ্ণ জল।
জুর জুর (বুইয়ার)	-	ঠাভা ঠাভা (বাতাস)।
আহ্ঝং আহ্ঝং (মু)	-	হাসি হাসি (মুখ)।
নাজং নাজং (মিলা)	-	নাচ্বে নাচ্বে (মেয়ে)।
		অর্থাৎ যে মেয়ে নাচার জন্য
		প্ৰস্তুত হয়ে আছে।

বঙ্গানুবাদ

খ. অনুচর দ্বিরুক্ত শব্দ ঃ

চাক্মা	-	বঙ্গানুবাদ
ফুঝুক ফাঝাক (চুল)	-	উক্ষো খুকো (চুল)।
ফুঝুক ফাঝাক (কেইয়া)	-	শারীরিক অস্বস্তিকর অবস্থা।
ফুরুং ফারাং (ভাচ্)	-	আবোল তাবোল (কথা)।
সিত্রিং ভিত্রিং (পঝা)	-	ছড়ানো ছিটানো (মালপত্ৰ)।
সন্দরং মন্দরং (মানুষ)	-	পাগলাটে (মানুষ)।
বেঙা কঙা (পথ)	-	আঁকাবাঁকা (পথ)।
তেনজং মেনজং (পিলা)	-	দুমড়ানো (পাতিল)।

গ. শব্দ দ্বৈত ঃ [সমার্থবোধক শব্দ দ্বৈত ঃ]

লবয় সজন (ভাইরা ভাই)	-	ইথ্যকুদুম (ইষ্টকুটুম)
দাঙর দীঘোল (বড় সড়)	-	গুখি গুদুরি (গোষ্ঠী গোত্র)
শ্বক্যা পাদার্জ্যা (পার্শ্ববর্তী		
স্থান/ এলোপাতাড়ি)		
কাজা কজরা	-	(কচি কাচা)।

ঘ. বিপরীতার্থক শব্দ দ্বৈত ঃ

চাকমা		বঙ্গানুবাদ
অঝল নিজো	-	(উচচ নিচ)
গম বজং	-	(ভাল মন্দ)
কাজা পাগানা	-	(কাচা পাকা)
উজু বেঙা	-	(সৌজা বাঁকা)
नामा वाधि	-	(লম্বা বেঁটে)
বাঙ দেন	-	(বাম ডান)
পহ্র আন্দার	-	(আলো অন্ধকার)
মুঝুঙে পিঝে	-	(সামনে পিছনে)

ঙ. শব্দ যুগল ঃ

তারা - তারকা জু - সুযোগ জুহ্ - আদাব/ নমস্কার তারাহ্ - তাহারা তুম - সূতার রীল কানা - ছিদ্ৰ থুম - সমাপ্ত কানাহ্ - স্কন্ধ नुमि - नाठि মানাহ্ - বারণ করা বানা - তৈরী করা কাজা - কাচা খাজা - খাঁচা বানাহ্ - ধাঁধাঁ কাদি - কাঠি আহঝা - লবনাক্ত স্থান খাদি - বক্ষ বন্ধনী। আঝা - আশা

চ. ধ্বন্যাতাক শব্দ ঃ

বাংলা [তূলনীয় শব্দ] চাকমা ঝিমিত ঝিমিত (জ্বালানা) ঝিঝমিক (জ্বলা) তুগুত তুগুত (এযানা) ঘন ঘন (আসা) ফিকফিক (হাসা) ভেঘত ভেঘত (আহ্ঝানা) -তিদিক তিদিক (ঘুরানা) -টৌ টৌ (ঘুরা) থঝক গঝক (গরানা) খচ খচ (করা) ফুক ফুক (পরানা) টপ টপ (পড়া) ঠাশ ঠাশ (ফূটা) ফুং ফুং (ফুদানা) ভুং ভুং (পরানা) ধপাস্ ধপাস্ (পড়া) ঝেনঝেরেং ঝান্ঝারাং (র) -ঝন ঝন (শব্দ) তদক তদক (গরানা) ঠক ঠক (করা) <u>ফুৰু</u>লুং ফাক্কালাং (র) -ছলাত ছলাত (শব্দ) পোত পোত্যা (জুন'পহ্র) -ফুটফুটে (জোছনা)

বাওয়া।

দাঙদাঙ্যা (রোদ)	-	খা খা (রৌদ্র)
চিঙচিঙ্যা (তাগল)	-	ঝকমকে (দা)
তাকতাক্যা (কুগুর)	-	জাঁদরেল (কুকুর)
ঘুতঘুত্যা (আন্দার)	-	ঘুটঘুটে (আন্দার)
লকলক্যা (আগা)	-	লিকলিকে (আগা)
মোর্মোজ্যা (পিধা)	-	মচমচে (পিঠা)
ধিক ধিক্যা (ঘর)	-	নড়বড়ে (ঘর)
তেলতেল্যা (কেইয়া)	-	তেলতেলে (শরীর)
কিজিক কাজাক (গরানা)	-	কিচিরমিচির (করা)

<u>ক্রিয়া</u> % ক্রিয়ার মূল হলো ধাতু। চাকমাতে ধাতু প্রধানতঃ দুই প্রকার যথা - মৌলিক ধাতু এবং সাধিত ধাতু। নিম্মে এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া গেল।

ক. মৌলিক ধাতু ঃ

১. অ-কারান্ত ধাতু ও ক্রিয়া

ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা	ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা
ক	কনা	বলা	খা	খানা	খাওয়া
থ	থনা	রাখা	চা	চানা	চাওয়া/দেখা
ল	লনা	লওয়া	পা	পানা	পাওয়া
অহ্	অহ্না	হওয়া	যা	যানা	যাওয়া
ধহ্	ধহ্না	ধোওয়া	ধা	ধানা	পালানো
রহ্	রহ্না	থাকা	গা	গানা	গাওয়া
অহ্	অহ্না	খেলা	বা	বাজানা	বাদ্যযন্ত্ৰ
					বাজানো/
					নৌকা

হস্-অন্ত্য ধাতু ও ক্রিয়া ঃ

গর্	গরানা	করা	চিন্	চিনানা	চিনা
ধর্	ধরানা	ধরা	জান্	জানানা	জানা
পড্	পড়ানা	পড়া	মান্	মানানা	মানা
नेत्	লরানা	নড়া	আধ্	আধানা	হাঁটা
দেখ্	দেঘানা	দেখা	উধ্	উধানা	উঠা
শিখ্	শিঘানা	শিখা	লেখ্	লিঘানা	লিখা
মাগ্	মাগানা	চাওয়া	তান্	তানানা	টানা
বুন্	বুনানা	বুনানো	ণ্ডন্	শুনানা	শুনা

৩. এ্যা-কারান্ত ধাতু ও ক্রিয়া ঃ

দ্যা	দ্যানা	দেওয়া
ন্যা	ন্যানা	নেওয়া

খ. সাধিত ধাতুঃ

চাকমাতে সাধিত ধাতুকে সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -নিজন্ত ধাতু বা প্রযোজক ধাতু এবং ধ্বন্যাত্মক ধাতু। এই উভয় প্রকার ধাতুর চরিত্রই হলো আকারান্ত ধাতুর অনুরূপ। নিন্মে এই বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া হলো-

১. প্রযোজক বা নিজন্ত ধাতু ও ক্রিয়া ঃ

ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা	ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা
গরা	গরানা	করানো	চিনা	চিনানা	চিনানো
পড়া	পড়ানা	পড়ানো	জানা	জানানা	জানানো
দেঘা	দেঘানা	দেখানো	আধা	আহ্ধানা	হাঁটানো
শিঘা	শিঘানা	শিখানো	উধা	উধানা	উঠানো

২. ধ্বন্যাত্মক ধাতু ও ক্রিয়া ঃ

ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা	ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা
ফরফরা	ফরফরানা	ধড়ফর করা	কুনকুনা	কুনকুনানা	গুন গুন করা
ঝনঝনা	ঝনঝনানা	ঝনঝন করা	কুলকুলা	কুলকুলানা	কুলকুল করা
তনতনা	তনতনানা	তনতন করা	দুরদুরা	দুরদুরানা	ধুপধাপ করা
ভনভনা	ভনভনানা	ভনভন করা	করকরা	করকরানা	কড়কড়
					করা ইত্যাদি।

অনুশীলনী - ১

- চাকমা ভাষা (বর্তমান চাকমা ভাষা) বৃহত্তর ভাষা পরিবারের কোন শাখার অন্তর্গত ?
- ২. সাধারণভাবে চাকমা শব্দগুলিকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ? উদাহরণসহ বৃঝিয়ে দিন।
- ত. চাকমা ভাষায় কোন কোন বিষয়ে অধিক ভোট-বর্মী শব্দ পাওয়া যায় ?
 উদাহরণ দিন।
- ৫টি দ্বিরুক্ত ও ৫টি অনুচর শব্দের বঙ্গার্থসহ উদাহরণ দিন।
- ৫. চাকমাতে কত প্রকার পদ রয়েছে ? প্রত্যেক পদের ৩টি করে উদাহরণ দিন।
- চাকমাতে ধাতু কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণ দিন।

আত্মীয় স্বজন সম্পর্কীয় শব্দ ঃ

দাদা - আজু/ আত্যা

দাদী - নানু/ বরাঙা

নানা - আজু/ আত্যা

নানা - নানু/ বরাঙা

পিতা - বাপ

মাতা - মা

জেঠা - জিধু/ জেখা

জেঠি - জেধেই/ জেধেঙা

কাকা - কাক্কা/ খুত্তা

কাকী - কাক্কী/ খুরাঙা

মামা - মামু/ মৈলা

মামী - মামী

মেসো - মইঝা/ মৈত্তালা

মাসী - মুঝি/ মৈঝাঙা

পিসা - পিঝা/পিত্তালা

পিসী - পিঝেই/ পিঝাঙা

শ্বন্থর - শো'র

শ্বাশুডি - শো'রি

তালই - তালোই

মাউই - তালোনী

বেয়াই - বিয়েই

বেয়ান - বিয়েনী

স্বামী - নেক্

স্ত্রী - মোক

জামাই - জামেই

বৌ - বৌ

সৎপিতা - সাদাঙা বাপ

সৎমা - সাদাঙা মা

ভাসুর - ভেঝুর

জা - জাল্

ভগ্নীপতি - বোন জামেই/

বোনোই

দুলাভাই - বোনোই

দেবর - দিওর্

ভাবী - ভোচ্

ननम - ननन्

শালা - শালা

भानी - भानी

ভাই - ভেই

বোন - ভোন/ বোন

বড় ভাই - দা/ দাদা/ বরভেই

দিদি - বেই/ বরভোন

ছেলে - পুআ/ মরত্ পুআ

মেয়ে - ঝি/ মিলাপুআ

পুত্র - পুত্ / পুআ

কন্যা - ঝি

ভাইপো - ভেইপুত্

ভেইঝি - ভাইঝি

ভাগ্নে - ভাগিনা/ ভাইন্যা

ভাগ্নী - ভাগিনী/ ভাইনী

নাতি - নাদিন

নাতনী - মিলা-নাদিন

জ্যেষ্ঠ - জেত্

কনিষ্ঠ - কনেত

কুটুম - কুদুম্

ঘনিষ্ঠ - ঘনাত্যা/ সদর্জ্যা

মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কীয় শব্দ ঃ

শরীর - কেইয়্যা

চুল - চুল

দাড়ি - দারি

গোঁফ - মোচ্

কেশ - কেচ্

মাথা - মাধা

কপাল - কবাল

চোখ - চোখ

নাক - নাক

কান - কান

মুখ - মু

গাল - গাল

ওষ্ঠ - উত্

দাঁত - দাত

জিহ্বা - জিল

চোয়াল - জেম

চিবুক - থুগুরি

খোঁপা - চুলছুদা/ চুলঝুধা

গলা - গত্তনা/ তদা

কাঁধ - কানাহ্

হাত - আ'ত

কনুই - কেলোঙি

আঙ্গুল - আঙ্গুল

নখ - নখ

বুক - বুক

স্তন - দুত্

পেট - পেত

পিঠ - পিত্

মেরুদন্ড - পিধিদারা/ কাঙেল

কোমর - ফার্/ কমর্

নাভী - নিয়েই

নিতম্ব - উলুফুল

পাছা - পুন্/ পুরি

উরু - দাবানা

হাঁটু - আধু

গোড়ালি - মুরি

পা - থেং

হাড় - আহ্র্

চর্ম - চাম্

ফুসফুস - অজভ

পাকস্থলী - ভারাল্

নাড়িভুঁড়ি - আদুরি

শিরা - রক

কলিজা - চিত

মগজ - মগচ/ গুথ্যা

রক্ত - লো

ঘাম - ঘাম

থুথু - ছেপ

কফ - মা'ক

লালা - লেত্য়া

সিকনি - সিগোন

মল - ঘু

মুত্র - মুত

খাদ্য পানীয় সম্পর্কীয় শব্দ ঃ

ধান - ধান চাউল - চোল ভাত - ভাত

তরকারী - তোন্

মাছ - মাছ

মাংস - এহ্রা

সবজি - লদাপাদা

শাক- শাক

ডাল - ডেল্

আলু - আলু

কচু - কুজু

বেগুন - বিগুন

মূলা - মূলা

লাউ - কুধুগুলা

মিষ্টিকুমড়া - ভগুরীগুলা

সীম - সুমি

চিচিঙ্গা - কইদ্যা

করলা - তিদাগুলো

কাঁকরোল - কাঙারাগুলো

টেড়স - ধেরচ্/ঢাগা শমি

ওল - উল্কুজু

মারফা - মাম্মারা

ক্ষীরা - খীরা

শসা - ফল

ইক্ষু - কুছ্যাল্

ভুটা - মোক্যা

মরিচ - মরিচ্

লবণ - নুন্

রসুন - রো'ন্

পিঁয়াজ - পিঁয়াচ্

আদা - আদা

হলুদ - ওহ্লোদ

সরিষা - সোজ্য

তিল - ঘচ্যা

সরিষার তৈল - জেত তেল

ভটকী - ভগুনী

দৃধ - দৃত্

দই - দই

घी - घी

চিনি - চিনি

মধু - মধু

গুড় - মিধা

রস - রচ্

পান - পান

সুপারী - সুগরী

চূন - সিবুদি

খয়ের - কত

তামাক - ধুন্দা

বিবিধ ফলের নাম

বিবিধ মাছের নাম

আম - আম জাম - জাম আনারস - আনাচ্ নারিকেল - নারিকুল কাঁঠাল - কাথোল কমলা - কমলা কলা - কলা লেব - লিমু বাতাবী লেবু - কন্দাল পেঁপেঁ - কোঁগেইয়্যা বেল - বেলগুলো আমলকী - কাদামহলা তাল - তাল কুল - বোরোই পেয়ারা - গৈয়াম তেঁতুল - তেধোই চালতা - উল্ আমড়া - আমরাগুলো কামরাঙ্গা - করঙা তরমুজ - তোর্মোচ্ ফ্টি - বাগী निष्ट् - निज् হরিতকী - অহ্ত্যাল্ বহেড়া - বরাহ্ণুলা

কই মাছ - কই মাছ
মাণ্ডর মাছ - তুণ্ডর্ মাছ
শিঙ্গি মাছ - শি মাছ
ইলিশ মাছ - ইলিচ্ মাছ
পুঁটি মাছ - পুধি মাছ
চিংড়ি - ইজা
কই মাছ - কুইত্ মাছ
মৃগেল - মির্গা মাছ
কাতাল মাছ - কাদাল্ মাছ
কালিঘনে - কালিঘন্যা মাছ
পাবদা মাছ - পাবলা মাছ
ট্যাংরা মাছ - গুল্ছ মাছ
চিতল মাছ - চিদোল্ মাছ
বোয়াল মাছ - বুয়াল মাছ

বিধি পশুর নাম

বিবিধ পাখীর নাম

কুকুর - কুগুর গরু - গরু

ছাগল - ছাগল

মহিষ - মোছ

গয়াল - গব

গভার - গন্দার

বাঘ - বাঘ

চিতা - তেক্যাপরা বাঘ

ভলুক - ভালুক

হরিণ - অহরিং

হাতী - য়ে'ত্

বানর - বান্দর্

শিয়াল - শিয়েল

হনুমান - অনুমান

विफ़ाल - विल्वे

কবুতর - কোদোর্

কাক - কবা

কাঠঠোকরা - খুরোল্যা

কোকিল - কোগিল্

ঘুঘু - ক

চডুই - চোরোই

ठिल - **ठिल**

টিয়া - তদেক

পাখী - পেইক

পেঁচা - পেজা

বক - বগা

বুলবুলি - জুরবোপেইক

মাছরাঙ্গা - মাহ্রাঙা

মুরগী - কুহ্রা

শকুন - শোবোন্

হাঁস - আহ্চ্

ময়না - মনা

বিবিধ কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর নাম ঃ

ইঁদুর - উন্দুর

উইপোকা - উইপুক

উকুন - উগুন

কচছপ - দুর

কাঁকডা - কাঙারা

কাঠবিড়ালী - চগদা

কেঁচো - কেচেছা

গিরগিটি - সামলক্

পোকা - পুক্

প্রজাপতি - পত্তাপত্তি

ফরিঙ - ফিরিঙ

ব্যাঙ্জ - বেঙ

ব্যাঙাচি - বেগেনা

বেজী - বিজী

বোলতা - বহ্লাপুক

ভোমরা - ভঙরা

খেলাধূলা

খেলা - খারা

কানামাছি - ফুলমাছ খারা

কাবাডি - গুদু খারা

কুস্তি - বুলি খারা

দারিয়াবান্ধা - পৌর্ খারা

বৌচি - পোত্তি খারা

ধাতুর নাম

সোনা - সনা

গোসাপ - গুই

ছারপোকা - করম্পুক্

জোনাকী/ জুনি

ঝিনুক - সিলোন্

তক্ষক - হক্ষেং

তেলাপোকা - তেল্যাপুক্

টিকটিকি - তুব্তুবী

পিঁপড়া - পিগিরে

মশা - মঝা

মাকড্সা - মাগরক

মাছি - মাঝি

মৌমাছি - মুপুক

শামুক - শামুক

সজারু - কুদুক্

সাপ - সাপ

বাদ্যযন্ত্ৰ

ঢোল - ধুল

তবলা - তবল

বেহালা - বেলা

বাঁশি - বাঝি

খোল - গজিনা

করতাল - কুয়াংজুর

শিঙ্গা - শিঙা

হাতিয়ার

রূপা - রূবা

তামা - তামা

পিতল - পিদোল

লৌহ - লুআ

সীসা - সীঝা

বিবিধ রঙ

রঙ্ - রঙ্

লাল - রাঙা

কাল - কালা

সাদা - ধুপ্

সবুজ - এহ্ল

হল্দে - ওহ্লোদ্যা

নীল - সোচ্

বেগুণী - বিগুণী

হাতিয়ার - আহ্ত্যার

দা - তাগল

কুড়াল - খুরোল্

ছুরি - ছুরি

কাঁচি - কিজিক্

তীর - শেল

ধনুক - ধনু / বাদোল্

ঢাল - ধাল

বৰ্শা - জাধি

সূঁচ - সুচ্

কাস্তে - চারিহ্

नाठि - नूधि

গৃহ ও বিবিধ আসবাব পত্র সম্পর্কিত শব্দ ঃ

ঘর - ঘর

দুয়ার - দুয়ার

সিঁড়ি - সাঙু চাল - চাল

বেড়া - বেরাহ্

খুঁটি - থুনি

শোয়ার ঘর - গুধি

রানাঘর - ওলোনশাল্

शॅं ि - शिला

পাতিল - তেলোন

কলসী - কুম

থালা - থাল

বাটি - কদরা

লাকড়ি - দারভুয়া

কয়লা - আঙারা

পিড়ি - পিরাহ

চাটাই - তোলোই/ পাদি

জামা - সুলুম

কাপড় - কাবর

গামছা - গানুঝাকানি/তোইলা

নেংটি - তেন্যা

পাগড়ী - খবং

কম্বল - কম্বল

বিছানা - বিচেছান

বালিশ - বালোছ

কুলা - কুলা

চালুন - চালোন্

ঝুড়ি - পুল্যাং/ কালোং

দোলনা - ধুলোন

তাঁত - বেইন

চরকা - চর্গা

পাখা - বিজোন্

হুঁকা - দাবা

কলকে - কোলগি

গাছপালা ও বিবিধ উদ্ভিদ সম্পর্কীয় শব্দ ঃ

গাছ - গাচ্

বাঁশ - বাচ্

শন্ - শন্

বেত - মুরিজা/গলা/কেরাত

কাঠ - গাচ

লতা - লুদি

পাতা - পাদা

শিকর - শিঙোর্

বাকল - বাগল্

আগা - আগা

গোড়া - গরা

শাখা - ধেলা

চারা - চারা

ঘাস - খের্/ ঘাচ্

বীচি - বিজি

কাঁটা - কাদা

ফুল - ফুল

ফল - গুলা

কুঁড়ি - কুরি

পাপড়ি - পাগোর্

রেণু - রেণু

প্রকৃতি সম্পর্কীয় শব্দ ঃ

চন্দ্ৰ - চান

সূর্য্য - বেল্

মাটি - মাদি

धृलि - धृल्या

পৃথিবী - পিখিমী/মানেয়্যে

পাহাড - মুরা

পৰ্বত - মোন

অরণ্য - ঝার্

নদী - গাঙ

ঝর্ণা - ঝোঝেরি/ ছরা

আকাশ -দেবা/ আঘাচ্

বাতাস - ব/ বৈয়ার

মেঘ্ - মেঘ

বৃষ্টি - ঝর্

রৌদ্র - রোদ

ঝড় - ব'রব

কুয়াশা - খুয়া

শিশির - শিরপানি

অন্ধকার - আন্ধার

আলো - পহ্র

আগুন - আগুন

ধোঁয়া - ধুমা

জোছনা - জুন'পহ্র

রঙধনু - রান্জুনি/রাননী

নক্ষত্র - তারা

ধুমকেতু -ধুমাতারা

উল্কা - তারাজামেই

জল - পানি

বন্যা - বান্

সাগর - সাগর/ দোর্জ্যা

দিন - দিন

রাত্রি - রেইত

পূর্ণিমা - পূন্নিমা

অমাবস্যা - আঁঙোছ্যা

সকাল - বেন্যা

বিকাল - বেল্যা

দুপুর - দিভোর/ দিবুজ্যা

সন্ধ্যা - সাজোন্যা

গ্রীষাকাল - গরমকাল/ খরান্

বর্ষাকাল - বারিঝাকাল

শীতকাল - জারকাল

বৎসর - বঝর

মাস - মাস

সময় - সময়/ অক্ত/ মাধান

দিক

উত্তর - উত্তর

দক্ষিণ - দঘিন

পূর্ব - পুগ

পশ্চিম - পঝিম্

দিক - কিত্যা / মুখ্যা

গণনা সম্পর্কীয় শব্দ ঃ

এক - এক

দুই - দুই

তিন - তিন

চার - চের

পাঁচ - পাচ

ছয়ু - ছ

সাত - সাত

আট - আত্য

নয় - ন

দশ - দচ্

এগার - এগার

বার -বার

তের - তের

ट्याम - ट्यामा

পনর - পন্দর

ষোল - সুলো

সতের - সদর (অ)

আঠার - আদার (অ)

উনিশ - উনিচ

বিশ - কুরি

একুশ - এগোচ্

বাইশ - বেইচ্

তেইশ - তেইচ্

চব্বিশ - চোব্বিচ্

পঁচিশ - পোজোচ্

ছাব্বিশ - ছাব্বিচ্ সাতাশ - সাদেচ

আতাশ - আদেচ্

উনত্রিশ - উনত্রিচ

ত্রিশ - তিরিচ

একত্রিশ - এগোত্তিরিচ্

বত্রিশ - বোত্তিরিচ্

চिम - চािन চ्

পঞ্চাশ - পঞ্জাচ্

ষাট - হে'ত

সত্তর - সত্ত্র

আশি - আঝি

নব্বই - নোব্বোই

একশত - একশত / একশ

এক হাজার - এগ্ আহ্জার

একলক্ষ - এক লাখ

এককোটি - এককুধি

অন্যান্য প্রয়োজনীয় শব্দ ঃ

মানুষ্ - মানুচ্ /মুনিচছর /মানেই
শিশু - চিগোনগুরা/লেদেরাপুআ
কিশোর - খার্কোচ্যা
শৈশব -গুরা-অক্ত
কৈশোর - খার্কোচ্যা
যৌবন - গাভুর্কাল
বার্দ্ধক্য - বুরাকাল
শক্ত - দরঅ
নরম - নরম
কাঁচা - কাজা
পাকা - পাগানা
লাভ - লাভ
ক্ষতি - গুনাগার্
জন্ম - জর্ম/ জনম
মৃত্যু - মিত্বু/মরণ
সুখ - সুখ
দুঃখ - দুখ্/ দুক্খ
ধনী - থাগোইয়্যা
গরীব - নেইয়্যা/ গরীব/নাদংসা
কাণা - কান্
খোঁড়া - লেঙ্
বড় - দাঙর/ ভনা/অমা/পক্তা
ছোট - চিগোন্
नम् - नामा
বেঁটে - বাধি

সৎ - গম্ (মানুচ)

ডান - দেন্ বাম - বাঙ্ পূণ্য - পূণ্য দূর -দূর নিকট - কায় সহজ - উচচা কঠিন - আগাথ্যা চালাক - চালাক বোকা - ভুল ধর্ম - ধর্ম/ ধরম্ কর্ম - কাম/ কর্ম আস্তে - লারে জোরে - জোরে সোজা - উজু কাঁকা - বাঙা উচচ - অজল্ নীচ - নিজ (অ) र्गा - रूँ / **अ**र्ग़ না - না / ইঁহিক্ হালকা - পাদল্ ভারী - গো'র নতুন - নুআ পুরাতন - পুরন্ ত্তরু - আরম্ভ/ ফাং শেষ - শেচ্/ থুম্ দোষ - দুচ্

অসৎ -	বজং	(মানুচ)
-------	-----	---------

আসল - আঝল

নকল - নগল

সন্দর - দোল

কুৎসিত - কু-ছিরি/ বেধোক্যা

ভাল - গম

মন্দ - বজং/ ভান্যা

সাইকেল - থেংগারী

টক - খর

ঝাল - ঝাল

তেঁতো - তিদা

মিষ্টি - মিধা

ধারালো - ধার

ভোঁতা - ভদা

বিধবা - রানি

বিপত্মীক - রানা

অলস - আলঝি

কর্মঠ - কাম্মুয়া

আগে - আগে

পরে - জেরে/ পরে

কম - কম

বেশী - বেচ

বন্ধ - বন/ বন্ধ

খোলা - খুলা/ মেলাহ্

নৌকা - ন

ছই - পঙ্

বৈঠা - পাঙেই

চিরুণী - ফুনি

গুণ - গুণ

খালি - খাল্যা/ চূধ'

পূর্ণ - ভরন

শত্রু -শতুর্

মিত্র - মিত্তোর

আপন - আমন্

পর - পর

কথা - কধা

রূপকথা - পজ্ঝন্/ কিথ্যা

ধাঁধাঁ - বানাহ

সংবাদ - সাম্বাত্/ খবর

টাকা - টেঙা

পয়সা - পৈঝা

বাজার - বাজার

দোকান - দগান

জিনিষ - দরব ভেন্/ জিনিচ্

মালিক - নানু

গৃহস্থ - গিরোছ্

জীবন - জীংকানী

আজ - এচ্যা

কাল - কেল্যা

আগামীকাল - এজেখে কেল্যা

পরত - পোজ্ঝু

এখন - ইক্বুনু/ ইক্বু/ ইক্কে

তখন - সেক্খে/ সেক্খেনে

যখন - যেক্খে/ যেক্খেনে

কখন - কক্খে/ কঞ্চনে

কবে - কমলে

আয়না -	আনা/	' আপ
---------	------	------

ছাতা - ছাদি

থলি - খল্যা

জায়গা - জাগা

জমি - ভুই

ক্ষেত - খেত

সুড়ঙ্গ - সুরুং

গলার মালা - মালাছরা

আংটি - আন্ধিক্

বালা - বালাখারু

গান - গীত/ গান

গল্প - গপ্/ কিথ্যা

लब्जा - लाह्

ভয় - দর

ভীরু - দরালুয়া

রাগ - রাগ

ম্বেহ - মেইয়্যা

আদর্ব - কিরব্যা

দয়া - দয়া

ভালবাসা - কোচপানা

মন - মন

প্রাণ - পরান

লোভ - লুভ/ লুব্ভ

হিংসা - ঈংঝা

ক্ষমতা - সেদাম

শক্তি - বল

সাহস - সাঅচ্

ঈশ্বর - ইচছর্

কোথায় - কুধু

কোথেকে - কুথুন

কিজন্য - কিত্যায়/ কিদ্যায়

কেন - ক্যা/কিয়ে

কাহার - কা'/ কার

কত - কধক

কে - কন্নাহ্

কি - কি

কেন - কিত্যে

কেমন - কেঝান

নাম - নাঙ

গ্রাম - আদাম

দেশ - দেচ্/ রেজ্য

সৈন্য - সৈন্য

অতিথি - গর্বা

বন্ধু - বন্/ সমাজ্যা

বাত্তি - বাত্তি/ চেরাক্

ভাগ - ভাগ

নিয়ম - নিয়ম

রীতি - সুদাম

রাক্ষস - রেক্ষচ

চিহ্ন - চিন্/ সাগা

শপথ - শমত্

গত - গেলে/ বিদিযিয়া

চোর - চুর্

সুযোগ - জু

ইচছা - মন্জুক/ মন্জ্ৰা

পাগল - পাগল

দেবতা - দেবেদা অনেক - ভালুক্ক/

ভালুক্কুন/ভালকানি রোগ - পীরা শব্দ - র

ঘা - ঘা ঝগড়া - কোল/ কোজ্যা

ঔষধ - দারু গোল - গুল্ তাবিজ - তাবিত্ সুডৌল - দোল পূঁজা - পূজা উৎসব - পরব

ওঝা - অঝা চ্যাপটা - চেবেদা/ চাগা

ধন - ধন মসৃণ - বিরবিজ্যা সম্পত্তি - সম্পত্তি খসখনে - খচ্খচ্যা

মান - মান কর্কশ - কার্কাজ্যা জাতি - জাত সরু - খেঙেদা

বংশ - বংশ মোটা - পক্তা বিবাহ - মেলা/দেইল প্রকান্ত - অহমা

ছায়া - ছাবা

ক্রিয়াবাচক শব্দ ঃ

অতিক্রম করা - পারঅহ্না অনুমান করা - কিয়াচ্ গরানা/ আন্দাচ্ গরানা অপেক্ষা করা - বার্চানা/ বাত্চানা

আঁকা - আগানা

আনা - অনানা

আলগানো - আলগ্গরানা আশীবাদ করা - সেপদেনা/ বত্তাদেনা

আসা - এযানা

খোঁজা - তগানা

খোলা - খুলানা/ মেলানা

গর্জন করা - গুজুরনা

গর্ব করা - বার্বুয়া অহ্না

গল্প করা - গপ্মারানা

গলানো - গলানা

গাঁথা - গাধানা

গাওয়া - গা'না

আয় করা - কামানা/ কামেই গরানা উত্তর দেওয়া - জুয়াব্দেনা/ভাচ্ফিরানা উঠা - উধানা উঠানো - তুলনা উপস্থিত হওয়া - আহ্জির অহ্না উপড়ানো - উবুরানা/ উগুরনা উলটানো - উল্যানা উড়া - উরানা উড়ানো - উরেই দেনা করা - গরানা

করানো - গোরেই লনা কর্জ করা - কজ্জ গরানা কমা - কমানা কাটা - কাবানা কাঁদা - কানানা কামডানো - কামারানা কুড়ানো - পেদানা কেনা - কিনানা খাওয়া - খা'না খুন করা - খুন গরানা/ মরিফেলানা খেলা করা - খারা খ'না খোঁচা দেওয়া - গুধানা/ জাত্যানা জয় করা - জিদানা জুলা - জলানা জানা - কইপারানা/ জানানা জিজ্ঞাসা করা - পুঝর গরানা/

বিঝার গরানা

গেলা - গিলানা গোণা - গনানা/ গুনানা ঘোরা - ঘুরানা/ ভঙানা চলা - আহদানা **हालार्ना** - हालाना চাওয়া - চা'না চিন্তা করা - চিদা গরানা চিবানো - চাবানা চিরানো - চিরানা/ ফারানা চিৎকার করা - জগার পারানা/কিজাক কারানা চুমা দেওয়া - চুমানা চুয়ানো - চুয়ানা চোষা - চুজানা ছডানো - ছিদানা ছাড়া - ছারানা/ইরি দেনা ছিটানো - ছিদি দেনা ছেঁচড়ানো - ছেজেরানা ছেঁড়া - ছিনানা/ ফাদানা ছোঁওয়া - ছুয়ানা ছোঁড়া - মেলানা/ মেলাহ্দেনা জন্মানো - অহ্না/ জনম্ল'না

ধরা - ধরানা

ধোওয়া - ধ'না

নাচা - নাজানা

ধাক্কা দেওয়া - থেলা দেনা

নমস্কার করা - সালাম গরানা নাগাল পাওয়া - লাগত পা'না জুড়ানো - জুরানা ঝরা - ঝুরি পরানা/ ঝুরি যানা ঝাঁপ দেওয়া - ঝাম্ দেনা/ ঝাম্ মারানা

ঝিমানো - ঝুরানা

টাঙানো - তাঙানা

টানা - তানানা ঠগানো - থগানা

ঠাট্টা করা - থেঝেরা গরানা

ডরানো - দরানা ডাকা - দাগানা ডুবা - দুবানা ঢাকা - ধাগানা ঢোঁকা - সমানা

তর্ক করা - কধা কাবাকাবি গরানা তাড়ানো - ধাবানা/ ধাবেই দেনা

তোলা - তুলানা থাকা - থা'না/ র'না থামা - থামানা/ রহ দেনা

দাঁড়ানো - থিয়ানা

দেখা - দেঘানা দেওয়া - দে'না দোলা - ধুলানা দোলানো - ধুলানা

দৌড়ানো - ধাবা দেনা/ ধাবা যা'না

বপন করা - লাগানা/ কুজানা

বলা - ক'না বসা - বজানা নামা - লামানা

নাড়ানো - লারানা

নিন্দা করা - ফেচ্ গরানা নিভানো - মারানা/মারেই

ফেলানা

নেওয়া - নেযানা

পঁচা - পজানা পড়া - পরানা পাওনা - পা'না

পালন করা - পুঝানা/ পালানা পালানো - ধেইযানা/ ধা'না পায়খানা করা - আহ্ঘানা পোড়া- পুরানা/ পুরি যা'না প্রশংসা করা - বাইনি গরানা

প্রস্রাব করা - মুদানা প্রেম করা - কোচ্ পানা

ফাজলামি করা- চলানা/বিগিধি গরানা

ফিরা - ফিরানা

ফুরানো - ফুরানা/ থুম অহ্না

ফুঁ দেওয়া - ফুন্ দেনা

ফেলা - ফেলানা ফোলা - ফুলানা বকা - অগধা ক'না

বন্ধ করা - বন্ গরানা/নাদানা

যাওয়া - যানা

রগড় করা - বিগিধি গরানা

রাখা - রাঘানা/ থ'না

রাঁধা - রানানা

বহন করা - বুয়ানা	লাগানো - লাগানা/ বাঝেই দেনা
বাঁকানো - বেঙা গরানা	লাথি মারা - লাথ্যানা
বাঁচা - বাজানা	লাফানো - ফাল্যানা
বাজানো - বা'না/ বাজানা	লুকানো - লুগানা/লুক্দেনা/পলানা
বাটা - বাদানা	লেখা - লেঘানা
বিছানো - বিজানা	লেপা - লিবানা
বিরক্ত করা - দিদ্দারি লাগানা	শপথ নেওয়া - শেবত্ খানা/
	সমত খানা
বিশ্বাস করা - / পোত্য যানা/বিচছাস্	শ্বাস নেওয়া - নিঝাচ্ ল'না
গরানা	
বিয়ে করা - (পুং) বৌ ল'না/মোক্	শিখানো - শিঘানা/ শিগেইদেনা
ল'না (স্ত্ৰী) নেক্ল'না	শুকানো - শুগানা
বুঝা - বুঝানা/ বুঝ্ পানা	ভনা - ভনানা
বুনা - বুনানা	শুরু করা - আরাম্ভ গরানা/ ফাং গরানা
বেচা - বেজানা	শেখা - শিঘানা
বেরুনো - নিঘিলানা	শেষ করা - থুম্ গরানা/ শেচ্ গরানা
বেড়ানো - বেরানা	শোধ করা - শুজানা
ভয় পাওয়া - দরানা	সরানা - লারানা
ভাঙা - ভাঙানা	সহ্য করা - সুয়ানা
ভাজা করা - হলা গরানা	স্বপ্ন দেখা - সবন্ দেঘানা
ভাবা - ভাবানা	স্বীকার করা - খাম্খানা
ভাসা - ভাজানা	সারণ করা - ঈদোত্ তুলানা
ভিজা - ভিজানা	সাজানো - সাজানা
মরা - মরানা	সাঁতরানো - সাজুরানা
মাখা - গুলানা	স্নান করা - গাদানা
মানা - মানানা/ মান্য গরানা	সিদ্ধ করা - সিজানা/ উজানা
মাপা - মাবানা	হওয়া - অহ্'না
	*

হাঁটা - আহ্দানা

মারা - মারানা

মেশা - মিঝানা হাঁপানো - ফবানা/হবানা মোছা - মুঝানা/পুঝানা হারানো - আহ্রানা ইভা - ইহা/এইটি/এ'টি হাসা - আহ্ঝানা ইআন - ইহা (এইখানি)/এইটি।

প্রঃ ইভা কি ? ইহা কি ? / এইটি কি ?
উঃ ইভা ফুল- ইহা ফুল। / এইটি ফুল
ইভা এক্কুয়া ফুল- ইহা একটি ফুল/ এইটি একটি ফুল।
ইভা এক্কুয়া দোল ফুল- ইহা একটি সুন্দর ফুল।
ইভা এক্কুয়া রাঙা ফল- ইহা একটি লাল ফল।

প্রঃ সিভা কি ? উহা (তাহা) কি? / সেইটি কি ?
উঃ সিভা মানুষ- উহা মানুষ/ সেইটি মানুষ।
সিভা এক্কুয়া মানুচ- সেইটি এক্কুয়া মানুষ।
সিভা এক্কুয়া গম মানুচ- সেইটি একটি ভাল মানুষ।
সিভা এক্কুয়া কালা ছাদি- উহা একটি কাল ছাতা।

প্রঃ ইআন কি ? - ইহা কি ? / এইটি কি ? উঃ ইআন ঘর- ইহা বাড়ী। / এইটি বাড়ী। ইআন এক্কান ঘর- ইহা একটি বাড়ী। ইআন এক্কান চিগোন ঘর - ইহা একটি ছোট বাড়ী।

প্রঃ সিয়ান কি ? - উহা (সেইটি/ তাহা) কি ? উঃ সিআন আদাম- উহা গ্রাম / সেইটি গ্রাম। সিআন এক্কান আদাম- উহা একটি গ্রাম। সিআন এক্কান বর্ (দাঙর) আদাম- উহা একটি বড় গ্রাম।

প্রশ্ন ও বাক্য গঠন করুন ঃ-

১. 'ইভা' এবং 'সিভা' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিন্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ

> মিলা (মহিলা/স্ত্রী লোক), মরত (পুরুষ/মরদ), গরু, ছাগল, ছাদি (ছাতা), কলম, কজু (কচু), আলু, বদা (ডিম), মাচ (মাছ), পেইক (পাখি), কুহ্রা (মুরগী), মোন (পর্বত), মুরা (পাহাড়), তারা (তারকা) ইত্যাদি।

২. 'ইআন' এবং 'সিআন' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিন্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ

> দেচ্ (দেশ), গাঙ (নদী), সরাহ্ (ছোট নদী), টেবিল, চেয়ার, কাগোচ (কাগজ), কলেজ, পথ, জুম, বাগান, ন (নৌকা) গাড়ী ইত্যাদি। ইশুন (ইউন) - এইগুলি ইআনি - এইগুলি সিগুন (সিউন) - সেইগুলি সিআন - সেইগুলি

প্রঃ ইগুন কি ০ - এইগুলি কি ০

উঃ ইণ্ডন ফুল- এইণ্ডলি ফুল। ইণ্ডন রাঙা ফুল- এইণ্ডলি লাল ফুল। ইণ্ডন জবা ফুল- এইণ্ডলি জবা ফুল। ইণ্ডন ধুপ্ বদা- এইণ্ডলি সাদা ডিম।

- প্রঃ সিগুন কি ? সেইগুলি কি ?
- উঃ সিগুন বই সেগুলি বই । সিগুন কলম - সেইগুলি কলম। সিগুন কালা কলম - সেইগুলি কাল কলম। সিগুন গম কলম - সেইগুলি ভাল কলম। উগুন দোল ফুল - ঐগুলি সুন্দর ফুল।
- প্রঃ ইআনি কি ? এইগুলি কি ?
- উঃ ইআনি চেয়ার- এইগুলি চেয়ার।
 ইআনি ওহ্লোদ্যা চেয়ার এইগুলি হলদে চেয়ার।
 ইআনি টেবিল এইগুলি টেবিল।
 ইআনি কালোচ্যা টেবিল এইগুলি কাল টেবিল।
- প্রঃ সিআনি কি ? সেইগুলি কি ?
- উঃ সিআনি কাবর সেইগুলি কাপড়। সিআনি রাঙা কাবর - সেইগুলি লাল কাপড়। সিআনি ঘর - সেইগুলি ঘর। সিআনি চিগোন ঘর - সেইগুলি ছোট ঘর।

প্রশ্ন ও বাক্য গঠন করুন ঃ-

- ১. 'ইগুন' ও 'সিগুন' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিন্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ-গাচ (গাছ), বাচ্ (বাঁশ), মাচ্ (মাছ), মূলা, বেগুন, ভাত, ছাগল, কুহ্রা (মুরগী), বিলেই (বিড়াল), উন্দুর (ইঁদুর), বান্দর (বানর), শৃগর (শৃকর) ইত্যাদি।
- ২. 'ইআনি' ও 'সিআনী' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিন্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃশাক, পাদা (পাতা), ত্যন/তোন (তরকারি), ঘর, জুম, আদাম (গ্রাম), কাবর (কাপড়), কাগোচ্ (কাগজ), দারু (ঔষধ), চোখ, মু (মুখ), আহ্ত (হাত), থেঙ (পা), ইচচুল (স্কুল), কলেজ, অভিচ্ (অফিস) ইত্যাদি।
 ইঅত/ ইআনাত এইখানে। ইগুনত/ ইআনিত এইগুলিতে।
 সিত্তত/ সিআনত সেইখানে। সিগুনত/ সিআনত সেইগুলিতে।
 আঘে আছে (একবচনে)
- প্রঃ ইঅত কি আঘে ? এখানে কি আছে ?
- উঃ ইঅত তোন আঘে- এখানে তরকারী আছে।
 সিঅত ইক্কুয়া বদা আঘে- সেখানে একটি ডিম আছে।
- প্রঃ ইগুনত কি আঘে ? এইগুলিতে কি আছে ?
- উঃ সিগুনত (কালোঙ্ঙুনত) আনাচ আঘে- সেইগুলিতে (ঝুড়িগুলিতে) আনারস আছে। উগুনত (লেইউনত) কাখোল আঘে- ঐগুলিতে (লাইগুলিতে)কাঁঠাল আছে।
- প্রঃ ইআনত (টেবিলানত) কি আঘে) ? এখানে (টেবিলে) কি আছে ?
- উঃ সিআনত (টেবিলানত) কাগোচ কলম আঘে- সেখানে (টেবিলে) কাগজ কলম আছে।

- প্রঃ ইআনিত (কুলানিত) কি আঘে ? এইগুলিতে (কুলাগুলিতে) কি আছে ?
- উঃ ইআনিত (কুলানিত) ত্যনপাত/ তোন্পাত আঘে- এইগুলিতে (কুলাগুলিতে) তরিতরকারি আছে।
- প্রঃ ঘরত কি আঘে ? বাড়ীতে কি আছে ?
- উঃ ঘরত মানুচ আঘন- বাড়ীতে মানুষ আছে।

১. 'ইঅত', 'সিঅত', 'ইগুনত' ও 'সিগুনত' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিন্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ-

দুলাভুয়াত (ঢুলাটিতে), সিন্দুক্ক্য়াত (সিন্দুকটিতে), খাজাভুয়াত (খাঁচাটিতে),

কালোঙ্ঙুয়াত (ঝুড়িটিতে), গুদিগুনত (কামরাগুলিতে), মুরাউনত (পাহাড়গুলিতে), চুমাউনত (চৌঙ্গাগুলিতে), বাক্স্উন (বাক্স গুলিতে), ফাইলউনত (ফাইলগুলিতে) ইত্যাদি।

২. 'ইআনত', 'সিআনত', 'ইআনিত', 'সিআনিত' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিন্ম লখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ-

> ঢাকাত (ঢাকায়), শঅরত (শহরে), আদামত (গ্রামে), পধত (পথে), গাঙত (নদীতে), ঝারত (বনে), কাগচছানিত (কাগজগুলিতে), জুমানিত (জুমগুলিতে), টেবিলানত (টেবিলগুলিতে) ইত্যাদি। ইধু - এই স্থানে সিধু - সেই স্থানে কুধু - কোথায়

প্রঃ ইধু কি আঘে ? - এখানে কি আছে ?

উঃ ইধু জুম, ঝার, আদাম ইআনি আঘে - এখানে জুম, বন, গ্রাম এইগুলি আছে।

প্রঃ তে কুধু ? - সে কোথায় ?

উঃ তে জুমত - সে জুমে। তে ঢাকাত - সে ঢাকায়। তে ঢাকাত যিয়ে - সে ঢাকায় গেছে। তে আদামত যিয়ে - সে গ্রামে গেছে।

প্রঃ তে কুধু যিয়ে ? - সে কোথায় গেছে ?

উঃ তে শঅরত যিয়ে - সে শহরে গেছে। তে কুমিলাত যিয়ে - সে কুমিলায় গেছে।

অনুশীল্নী - ৫

প্রশ্ন ও বাক্য গঠন করুন ঃ 'কুধু' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিন্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ-

রাঙামাত্যাত (রাঙামাটিতে), বান্দরবানত (বান্দরবানে), খাগাড়াছড়িত (খাগড়াছড়িতে), খুলনাত (খুলনায়), সিলেদত (সিলেটে), নান্যাচরত (নানিয়ারচরে), ঘরত (ঘরে), আদামত (গ্রামে), শঅরত (শহরে) ইত্যাদি।

> কে'ভুয়া - কয়টি কুদুর্ন - কতগুলি ক'আন - কয়টি কদক্কানি - কতগুলি

প্রঃ কো'ভুয়া - কয়টি ?

উঃ এক্কুয়া বই - একটি বই। দিভা গরু - দুইটি গরু। তিনুুুুয়া আহ্চ - তিনটি হাঁস। চেরভুুুুয়া বান্দর - চারটি বানর। পাচছুুুুুয়া কুগুুর - পাঁচটি কুকুুর।

প্রঃ কুদুরুন গরু ?

উঃ ভালোক্কুন গরু - অনেকগুলি গরু। একশত্তুয়া গরু - একশতটি গরু।

- প্রঃ ক'আন ? কয়টি ?
- উঃ এক্কান চেয়ার (একটি চেয়ার), দিআন ঘর (দুইটি ঘর), তিন্নান টেবিল (তিনটি টেবিল), চেরান আদাম (চারটি গ্রাম), পাচছান বিজোন (পাঁচটি পাখা)।
- প্রঃ ইঅত কো'ভুয়া বই আঘে ? এখানে কটি বই আছে ?
- উঃ ইঅত ছ'ভুয়া বই অঘে এখানে ছয়টি বই আছে।
 সিঅত সাথুয়া কলম আঘে সেখানে সাতটি কলম আছে।
- প্রঃ ইআনত ক'আন কাগোচু আঘে ? এখানে কয়টি কাগজ আছে ?
- উঃ সিআনত (টেবিলানত) ছ'আন কাগোচ আঘে সেখানে (টেবিলে) ছয়টি কাগজ আছে। ঘরানত সাখান দুয়ার আঘে - বাড়ীটিতে সাতটি দরজা আছে।

<u>অনুশীলনী</u> - ৬ প্রশ্ন ও বাক্য গঠন করুন ঃ

- ১. কো'ভুয়া দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিন্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ-মানুচ্ (মানুষ), পুআ (ছেলে), মিলা (মেয়ে), সিলুম (জামা), তেঙা (টাকা), টোক্যা (টুপী), কালোঙ (ঝুড়ি), ঝলা (থলি), গলচ্ (গাস), কজু (কচু), ফল (শশা), মাম্বারা (মারফা) ইত্যাদি।
- ক'আন দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ-পাদা (পাতা), লুদি (লতা), কাবর (কাপড়), দেঝ্ (দেশ), গাঙ (নদী), ছরাহ্ (ছোট নদী), জুম, আদাম (গ্রাম), ঝার (জঙ্গল) ইত্যাদি। মুই - আমি মর - আমার কন্নাহ্ - কে তুই - তুমি তর - তোমার কা'র - কাহার/ কার

তে - সে তারার - তাহাদের

- প্রঃ সিভা কন্নাহ ? সে কে ?
- উঃ তারাহ্ করিম-সাব্দাঘি উনি করিম সাহেব। তে জসীম - সে জসীম।
- প্রঃ ইভা কন্নাহ ? এ' কে ?
- উঃ তে রহিমে সে রহিম।
- প্রঃ এ' বইভুয়া কার ? এই বইটি কাহার ?
 ইভা কা' বই ? এ'টি কাহার বই ?
- উঃ সে' বইভুয়া মর সেই বইটি আমার।

 এ' কলম্মুয়া তর এই কলমটি তোমার।

 উ' ছাদিভুয়া তার ঐ ছাতাটি তাহার।
- উঃ সিভা ম' বই সে'টি আমার বই। ইভা ত' কলম - এ'টি তোমার কলম। উভা তা' ছাদি - ঐটি তাহার ছাতা
- প্রঃ এ' ফাইলুন কা'র ? এই ফাইগুলি কাহার ?
 ইগুন কা' ফাইল এইগুলি কাহাদের ফাইল ?
 সে' ফাইলুন আমার সেই ফাইগুলি আমাদের।
 উ কাগচছানি তমার ঐ কাগজগুলি তোমাদের।
 সে' চেয়ারানি তারার সে চেয়াগুলি তাহাদের।
- উঃ সিগুন আমা' ফাইল সেইগুলি আমাদের ফাইল।
 উআনি তমা' কাগোচ্ ঐগুলি তোমাদের কাগজ।
 সিআনি তারাহ্ চেয়ার সেইগুলি তাদের চেয়ার।
- বিঃ দ্রঃ বাক্যের শেষে মর (আমার), তর (তোমার), তার (তাহার), আমার (আমাদের), তমার (তোমাদের), তারার (তাহাদের), কার (কাহার) শব্দগুলিতে 'র' এর উচচারন শুনা গেলে বাক্যের মধ্যে 'র'- এর উচচারণ শুনা যায় না। যথা পূবোক্ত শব্দগুলি বাক্যের মধ্যে ম', ত', ত', আমা', তমা, তারাহ্', কা' হিসেবে উচচারিত হয়।

কনাহ্, কার শব্দগুলি দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য প্রস্তুত করুন ৪-মমিন, সুলতান, ফরিদ, বাভা (বাবা), মা, ভেই (ভাই), বোন, কাক্কা, (কাকা), মামু (মামা), মর, তর, আমার, আজু (নানা), নানু (নানী), শোর (শ্বভর), শোরি (শ্বভরী) ইত্যাদি।

ল - লও ক'ভুয়া (কোনুভুয়া) - কোনটি দে - দাও কু'আন (কোনুআন)- কোনটি খ - রাখ (কোনখানি)

কু'গুন (কোনুগুন)- কোনগুলি কু'আনি (কোনুআনি)- কোনগুলি

প্রঃ কু'ভুয়া তর ? - কোনটি তোমার ? ইভা মর্ - এটি আমার।

উঃ ইভা ল - এটি লও। সিভা দে - সেটি দাও। সিভা মে দে - সেটি আমাকে দাও।

প্রঃ কু'আন - কোনটি

উঃ ইআন থ - এইটি রাখ।
ইআন মর - এটি আমার।
সিআন দে - সেইটি দাও।
সিআন তর - সেইটি তোমার।
সিআন তারে দে - সেইটি তাহাকে দাও।
উআন মে দে - ঐটি আমাকে দাও।
উআন তারারে দে - ঐগুলি ওনাকে দাও।

- প্রঃ কুগুন কোনগুলি ?
- উঃ সিগুন সেইগুলি। সিগুন ল - সেইগুলি লও। ইগুন থ - এইগুলি রাখ। উগুন তারে দে - ঐগুলি তাকে দাও।
- প্রঃ কু'আনি তার ? কোনগুলি তার ?
 ইআনি মর এইগুলি আমার।
 সিআনি তমার সেইগুলি তোমাদের।
 সিআনি আমা' জুম সেইগুলি আমাদের জুম
 উআনি তারা' ঘর ঐগুলি তাদের বাড়ী।

প্রশ্ন ও বক্য গঠন কর ঃ-

কু'ভুয়া, কু'আন, কু'গুন, কু'আনি দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিন্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ-

মে, পাচতেঙা, বইভুয়া (বইটি), খাতাভুয়া (খাতাটি), তারে, কাগচছান (কাগজটি), ঘরান (ঘরটি), জাগাগান (জায়গাটি), দেল, ভাত, পানি, ত্যন/তোন (তরকারি) ইত্যাদি।

ইন্দি - এই দিকে এ' মুখ্যা - এই মুখী (এই দিকে) খা - খাও
সিন্দি - সেই দিকে সে' মুখ্যা - সেই মুখী (সেই দিকে) যা - যাও
কুন্দি - কোন দিকে কোন মুখ্যা - কোন মুখী (কোন দিকে) আয় - আস

- প্রঃ কুন্দি ? কোন দিকে ?
- উঃ ইন্দি আয় এই দিকে এসো। সিন্দি যা - সেই দিকে যাও। কলেজন্দি আয় - কলেজ হ'য়ে এসো। বাজারন্দি যা - বাজার হ'য়ে যাও।
- প্রঃ কু'ভুয়া ? কোনটি ?
- উঃ ইভা খা এইটি খাও। এ কলাভুয়া খা - এই কলাটি খাও। সে আম্মুয়া দে - সেই আমটি দাও। উ ভাত্তন খা - ঐ ভাত (গুলি) খাও।
- প্রঃ কোন মুখ্যা ? কোন মুখী ?
- উঃ এ মুখ্যা আয় এই মুখী (এই দিকে) এসো।
 উ মুখ্যা যা ঐ মুখী (ঐ দিকে) যাও।
 সে মুখ্যাখুন আয় ঐ দিক থেকে এসো।

'কুন্দি' শব্দ দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য প্রস্তুত করুন এবং নিম্ম লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরী করুন ঃঢাকাত, বনরূপাত্, চাদিগাঙ্ত, ভাত, ত্যন/তোন (তরকারী), আনাচ্
(আনারস), কাখোল (কাঁঠাল), ইন্দি, উন্দি (ঐ দিকে) ইত্যাদি।

বাক্য

অভ্যর্থনা / পরিচয় পর্ব

নমস্কার/ আদাব - নমচ্কার/ ঝুহ্।

আমি ভাল আছি - মুই গম্ আঘং।

আপনি কেমন আছেন ? - তুমি কেঝান আঘ ?

আপনি কি করেন ? - তুমি কি গর ?
আমি চাষ/ চাকরি করি - মুই চাজ্ গরং / মুই চাগরী গরং।
আপনাকে চিন্তে পারলাম না - তমারে চিনি ন পালুং।
আপনার নাম কি/ আপনার নামটি কি - তমা' নাঙ্ কি/ তমা নাঙ্আন কি ?
আমার নাম সুলতান/ আমার নামটা সুলতান - ম' নাঙ্ সুলতান/
ম' নাঙ্আন সুলতান।
আপনি কোখেকে এসেছেন ? - তুমি কুকুন্ এচছ্য ?
আমি চউগ্রাম থেকে এসেছি - মুই শঅরখুন এচছ্যং/ মুই চাঁদিগাঙখুন্ এচছ্যং।
কি কাজে এসেছেন ? - কি কামে এচছ্য ?
বেড়াতে এসেছি - বেরেবার এচছ্যং।
শুনে খুশী হলাম - শুনিন্যায় খুঝি অহ্লুং।
আসুন, ভিতরে আসুন, বসুন - এঝ, ভিদিরে এঝ, বঝ।
আপনাকে ধন্যবাদ - তমারে ধন্যবাদ/তমারে পাত্তুক্রতক্র।

অপিনাকেও ধন্যবাদ - তমারেয়্য ধন্যবাদ/তমারে পাত্তরুতুরু। আপনার বাড়ী কোথায় ? তমা' ঘর কুধু ? আমার বাড়ী ঢাকায় - ম' ঘর ঢাকাত। এখানে কবে এসেছেন ? ইধু কমলে এচছা ? আমি গতকাল এসেছি - মুই গেলেকেল্যা এচছ্যং। এখানে কতদিন থাকবেন ? - ইধু কয়দিন থেবা ? দুই এক' দিন থাকবো - দি এক দিন থেম। এক কাপ চা খান - এক কাপ চা খ। ধন্যবাদ, এই মাত্র খেয়েছি - ধন্যবাদ/ তমারে পাততরুতুরু, ইক্কুনু খেয়ংগে। আপনি ভাত খেয়েছেন নাকি ? - তুমি ভাত খেইয়্যনি ? না, খাইনি/ হ্যাঁ, খেয়েছি - না, নহু খাং/ ইঁ খেইয়াং। আমি এখন আসি - আবার আসবো - মুই এক্কনু এযং/ আর এম। আর একটু বসুন - আর এক্কানা বঝ। কোথায় যাবেন ? কুধু যেবা ? আমি গ্রামে যাব - মুই আদামত যেম। আপনি কখন এখানে এসেছেন ? তুমি ইধু কক্থে এচছা ? এখানে গতকাল এসেছি - ইধু গেলে কেল্যা এচছাং। আপনি করিম সাহেবকে চেনেন নাকি ? - তুমি করিম সা'বরে চিননি ? হ্যাঁ, উনাকে আমি চিনি - ইঁ, তারে মুই চিনং। তিনি কোথায় থাকেন ? - তারাহ্ কুধু থান ? তিনি দিঘীনালাতে থাকেন ? - তারাহ্ দিঘীনালাত্ থান ? দিঘীনালা এখান থেকে কতদুর ? - দিঘীনালা ইখুন্ কোদ্দুর ? প্রায় দশ মাইল - প্রায় দচ্ মেল। সেখানে কিভাবে যেতে হয় ? - সিধু কিঙিরি যা' যায় ? / যা পরে ? নৌকা অথবা জীপে করে যেতে হয় - ন-দি, নলেহু জীবত্গুরি যা পরে। আপনি কখন বাড়ী যাবেন ? তুমি কক্খে ঘরত যেবা ? আমি আগামীকাল বাড়ী যাবো - মুই এযেখে কেল্যা ঘরত্ যেম্। আমার বাড়ীতে বেড়াতে আসবেন - ম' ঘরত বেরা এচছ্য।

ধন্যবাদ - ধন্যবাদ। আপনি ধুম পান করেন ? - তুমি ধুন্দা খ-নি ? আমি ধুম পান করিনা - মুই ধুন্দা ন খাং। আমার একটু অন্য কাজ আছে - মখুন এক্কেনা অন্য কাম আঘে। আবার দেখা হবে - আর দেঘা অহ্ব। আচছা, তাহলে আসি - আচছা, সা'লে এযং। আপনি কি এ গ্রামে থাকেন ? তুমি কি এ আদামত্ থাগ ? হ্যাঁ, আমি এ গ্রামে থাকি - ইঁ, মুই এ আদামত্ থাং। আপনি কোখেকে এসেছেন ? - তুমি কুখুন এযর ? আমি শহর থেকে আসছি - মুই শ'রখুন এযঙর। কি কাজে এসেছেন ? - কি কামে এচছ্য ? কোথায় থাকবেন ? - কুধু থেবা ? আমি হোটেলে থাকবো - মুই হোটেলত্ থেম্। এখান থেকে বাজার কতদূর ? - ইখুন বাজার কোদূর ? বেশী দূরে নয়, কাছে - বেছ্ দুরত্ নয়, কায়। কিছু দূর গেলে বাজারে পৌছবেন - এক্কেনা গেলে বাজারত লুঙিবা।

ভদ্রলোকের কথোপকথন বা ব্যক্তিগত আলাপ

কেমন আছেন ? - কেঝান আঘ ?
ভাল আছি - গম আঘং।
এখানে কবে এলেন ? - ইধু কমলে এলা ?
এই মাত্র এলাম্ - এই ইকুনু এলুং।
কি কাজে এসেছেন ? - কি কামে এচছ্য ?
আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্য এসেছি - ম' নিজ' কামদ্যায় এচছ্যং।
এখানে কি কিছু দিন থাকবেন ? - ইধু দিনান্ কধক্ থেবানি ?
না থাকবো না, আগামীকাল চলে যাবো - না, ন থেম্। এযেখে কেল্যা যেম্।

এক কাপ চা খাবেন ? - এক কাপ চা খেবানি ?
হাঁ, খেতে পারি - ইঁ, খেই পারং।
আপনি আজকে কোথায় থাকবেন ? - তুমি ইচ্যা কধু থেবা ?
করিম সাহেবের বাসায় থাকবো - করিম সাবঅ ঘরত্ থেম্।
মিঃ করিম কে ? - মিঃ করিম কন্নাহ্ ?
তিনি আমার বন্ধু - তে ম' সমাজ্যা।
তিনি কি করেন ? - তারাহ্ কি (কাম) গরন ?
চউগ্রামে ব্যবসা করেন - চাদিগাঙত কারবার গরন।
আমার বাড়ীতে বেড়াতে আসেন না - আমা ঘরত্ বেরা এচছ্যনা।
আমার একটু কাজ আছে, আগামীকাল আসবো - মথুন একানা কাম আঘে,
এযেখে কেল্যা এ'ম।

আপনি ওখানে কি (কাজ) করেন ? - তুমি সিধু কি (কাম) গর ?
আমি সেখানে (চাকরী/ব্যবসা) করি - মুই সিধু (চাগরী/কারবার) গরং।
আপনার বাড়ী কি সেখানে ? - তমা' ঘর কি সিধু নেনা ?
না, আমার বাড়ী রাঙ্গামাটি - না, ম' ঘর রাঙামাত্যাত্।
রাঙ্গামাটিতে কোন জায়গায়/কোন খানে ?- রাঙামাত্যা কন্জাগাত্/কৃ'আনত ?
বনরপাতেই আমার বাড়ী - ম' ঘর বনরপাত।
আপনার বাবা কি করেন ? - তমা বাভাদাঘি কি কাম গরন ?
আমার বাবা একজন শিক্ষক - ম' বাবে একজন মাস্তর্।
আপনারা কয় ভাই বোন ? - তুমি কয় ভেই বোন ?
আমরা পাঁশ ভাই দুই বোন - আমি পাঁচ ভেই দি বোন।
আপনি কি সকলের কি বড় ? - তুমি কি বেক্কুনর্ দাঙর্বো ?
না, আমি সবার ছোট - না, মুই বেঘঅ চিগোন্নো।
আবার আপনার সাথে কবে দেখা হবে? তমালোই আরঅ কমলে দেঘা অহ্ব?
আগামীকাল দেখা হবে বলে আশা করছি - এযেথে কেল্যা দেঘা অহ্ব-ভিলি
আঝা গরং।

কেনাকাটা

এই বইটার দাম কত ? - এই বইভুয়ার দাম কধক ? পনর টাকা - পন্দর্জ তেঙা। খুব বেশী দাম হচেছ - ভারি বেচ্ দাম অহ্র। একটু কম করেন - এক্কেনা কমনা। আপনি কত বলেন ? - তুমি কধক ক ? আমি দশ টাকা দেব - মুই দচ তেঙা দিম। বার টাকা হলে নিতে পারেন - বার তেঙা অহলে নি পার। চাউলের দাম কত ? - চোলো দাম কধক ? একশত টাকা মণ - একশ তেঙা মণ। আমাকে বিশ কেজি মেপে দেন - মরে (মে) কুরি কেজি মাবি দ্য। কত দাম হয়েছে / - দাম কধক্ অইয়ে ? পঞ্চাশ টাকা হয়েছে - ৫০ তেঙা। ঐ কাপড়টা একটু দেখান তো - উ কাবরান্ এঞ্কেনা দেঘদেই/ দেঘদে। এই যে দেখুন - এইয়্যা চ। এক গজ কাপড়ের দাম কত দিতে হবে ? - এক গজ কাবরঅ দাম কধক দ্যা পরিবো ? কমের মধ্যে দশ টাকা পড়বে - কমেন্দি দচু তেঙা পরিবো। আমি একটা গরু কিনবো - মুই উক্কুয়া গরু কিনিম্। একটা গরুর দাম কত হবে ? - ইক্কুয়া গরুর দাম কধক অহভ ? এক হাজার টাকার কমে পাওয়া যাবে না - এক হাজার তেঙার কমে পা ন যেব। আমাকে অল্প দামের একটা কলম দেখান -মে ইক্কুয়া কম দামর কলম দেঘ। এই কলমটা সব চাইতে দাম কম - এই কলম্মুয়ার দাম বেঘখুন কম। এইটা আমার পছন্দ হয়েছে - ইভা মর্ মনত পজ্যে। এক জোড়া হাতের চুড়ির দাম কত ? - এক জরা 'আহ্দ' বাঙরির দাম কধক ?

আনুমানিক একশত টাকা - আন্দাচ্ একশত তেঙা।
আপনি সেখানে গেলে জানতে পারবেন - তুমি সিধু গেলে কই পারিবা।
আমি এক জোড়া কানের দুল কিনতে চাই - মুই এক জরা কান' দুল
কিন্দুং চাং।

দাম কত ? - দাম কধক্ ? দাম বেশী নয়, মাত্র পঁয়তালিশ টাকা - দাম বেচ্ নয়, বানা পাচচলিচ তেঙা।

আমাকে এই জোড়াটা দেন - মে এ জরাবুয়া দ্য। আপনি বসুন, আমি প্যাকিং করে দিচিছ - তুমি বঝ, মুই মজাগুরি দ্যঙর্। আচছা আসি - আচছা এযং।

পথঘাট যাতায়াত সংক্রান্ত আলোচনা

আপনি কোথায় যাচেছন ? - তুমি কুধু য'র্ ?
আমি ঢাকা যাচিছ - মুই ঢাকাত যাঙর্।
ঢাকা যেতে হলে কিভাবে যেতে হয় ? - ঢাকাত যেদ চেলে কিঙিরি যা পরে ?
বাসেও যেতে পারেন, রেলেও যেতে পারেন - বাঝত গুরিয়্য যেই পার,
রেলত গুরিয়্য যেই পার।

রাঙ্গামাটি থেকে ঢাকা কতদূর ? - রাঙামাত্যাখুন ঢাকা কোদূর ?
আড়াইশত মাইল হবে - আরিই শত মেল অহ্ব।
এই রাস্তা কোথায় গেছে ? - এ পখান্ কুধু যিয়্যে ?
এই রাস্তা বাজার পর্যন্ত গেছে - এ পখান্ বাজারত সং যিয়্যে।
এদিক দিয়ে কি নদীতে যাওয়া যায় ? - ইন্দি গাঙত্ যেই পারেনি ?
না, অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে - ইহিক্, জুদ পধেদি যা পরিব।
রাঙ্গামাটি থেকে চউগ্রামের বাস ভাড়া কত ? - রাঙামাত্যাখুন চউগ্রামঅ
বাচ্ ভাড়া কধক্ ?

রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবান যেতে কত সময় লাগে ? - রাঙামাত্যাখুন বান্দরবান যা'দে কদক্ষন লাগে ?

প্রায় আট ঘন্টা লাগে - আত্য ঘন্দা কায় কায় লাগে।
এই বাসটি কোথায় যাবে ? - এ বাচছান্ কুধু যেব ?
এটা মহালছড়ি যাবে - ইয়ান মা'লছরি যেব।
প্রথম বাসটি ক'টায় ছাড়ে ? - পোইলা বাচছান্ কোবো বাজে ছারে ?
ক'টায় বান্দবান পৌছবে ? - কো'বো বাজে বান্দরবান লুঙিব ?
বারটায় পৌছবে - বারভুয়া বাজে লুঙিব।
রাঙ্গামাটি থেকে মারিশ্যা কি দিয়ে যেতে হয় ? - রাঙামাত্যাত্মন মারিছ্যা
কি লোই যা পরে ?

লঞ্চ দিয়ে - লঞ্চচোই।
পৌছাতে কতক্ষন লাগে ? - লুঙদে কদক্ষণ লাগে ?
আট ঘন্টায় পৌছায় - আত্য ঘন্টায় লুঙেগোই।
কয়টা লঞ্চ চলে ? - ক'আন লঞ্চ চলে ?
দু'টা করে মোট চারটা লঞ্চ চলে - দ্যান্ দ্যান্ গুরি অবাঙে চেরান লঞ্চ চলে।

টেলিফোনে কথাবার্তা

আপনার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি কি ? -তমা' ফোনান লারি পারিম্নি ? হ্যাঁ, করুন - ইঁ, পারিবা। আপনি কে বলছেন ? - তুমি কন্নাহ্ কহ্র ? আমি কামাল বল্ছি, ইউনুস সাহেব আছেন ? - মুই কামাল কঙ্খে, ইউনুস সাব আঘেনি ?

এই যে দিচিছ, ধরুন - এইয়া দ্যঙর, ধোর্জ্য।
আমি ইউনুস, কথা বলছি - মুই ইউনুস, কধা কঙর।
আমি কালাম, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে - মুই কামাল, তমালোইমর কিঝু কধা আছে।

আপনার কখন সময় হবে ? - তমার কক্খে সময় অহ্ব ? বিকেলের দিকে আসুন না, তখন আমি অফিসেই থাকবো - বেল্যা মাদান এচছ্যনা, সেক্খে মুই অবিসদ থেম।

আপনি কাকে চান ? - তুমি কারে চহ্ ? আমি কামালকে চাই। একটু ডেকে দিন না - মুই কামালরে চাংগে। এক্কেনা দাগি-দ্যনা।

তিনি তো এখানে নেই - তে দ ইধু নেই।
আমি কি রবের সাথে কথা বলতে পারি ? - রবঅ সমারে মুই কধা কোই পারিম্নি।
আমার কথা শুনতে পাচেছন ? - ম' কধানি শুনন্নে ?
হ্যাঁ, শোনা যাচেছ - ই শুনা যার।

छाकक्षा व्याक्तव

চাকমা ব্যাকরণ

চাকমা লেখক এবং চাকমা ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় সমস্যা হলো, বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষার লিখন পদ্ধতি। একটি ভাষাকে অন্য একটি ভাষার বর্ণমালায় প্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা এবং জটিলতা দুইই রয়েছে। ভবিষ্যতে এই অসুবিধা হয়তো কিছুটা হলেও দুরীভূত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে চাকমা ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে যে সমস্ত অসুবিধা ও অভাব রয়েছে তার মধ্যে একটি অসুবিধাই হলো চাকমা ব্যাকরণের অভাব। এ পর্যন্ত এখানে কেউ চাকমা

মধ্যে একটি অসুবিধাই হলো চাকমা ব্যাকরণের অভাব। এ পর্যন্ত এখানে কেউ চাকমা ভাষায় কোন ব্যাকরণ রচনা করেননি। ফলে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হবে। ভবিষ্যতে একটি পরিপূর্ণ মানসম্পন্ন চাকমা ব্যাকরণ রচিত হবে এই আশা রেখে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে এই বইয়ে চাকমাদের ব্যাকরণ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা গেল।

পদ প্রকরণ

চাকমাতে বাংলার মত পদের সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ। এগুলি হলো বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। নিন্মে এ বিষয়ে কতিপয় উদাহরণ দেওয়া গেল -

- বিশেষ্য ঃ গাচ্ (গাছ), মানুচ (মানুষ), মিলা (মেয়ে), কুরাহ্ (মোরগ), মুরো (পাহাড), ছরাহ (ছোট নদী) ইত্যাদি।
- বিশেষণ ঃ ধুপ সাদা), এহ্ল (কচি পাতা রঙ), চিগোন (ছোট), তিদে (তেতো), ভান্যা (খারাপ) ইত্যাদি।
- সর্বনাম ঃ মুই (আমি), তার (তাহার), আমি (আমরা), আমার (আমাদের), ইভা (ইহা), উআন (ঐখানা), ইগুন (এইগুলি) ইত্যাদি।
- অব্যয় ঃ যুদি (যদি), মাত্তর (কিন্তু), সালে (তাহলে), এঝান (এমন) ইত্যাদি।
- ক্রিয়া ঃ কনা (বলা), লনা (লওয়া), যানা (যাওয়া), গরানা (করা), পড়ানা (পড়া), ন্যানা (নেওয়া), কোলুং (বলেছি), খেইয়ং (খেলাম), কোম (বলবো) ইত্যাদি।

পদাশ্রিত নির্দেশক ঃ

চাকমাতে পদাশ্রিত নির্দেশক হিসেবে বাংলা টি/ টা ইত্যাদির স্থলে উয়া/ ভূয়া এবং খান/ খানি ইত্যাদির স্থলে আন/ ঘান, আর গুলি/ গুলা ইত্যাদির স্থলে উন/ গুন, আনি/ গানি ব্যবহৃত হয়। নিন্মে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল -

ক. চাকমাতে স্বরবর্ণ অন্ত্য শব্দের শেষে সব সময় 'ভুয়া' যুক্ত হয়। যথা -

মিলা + ভুয়া = মিলাভুয়া (মেয়েটি)

কুরো + ভুয়া = কুরোভুয়া (মোরগটি)

ছাদি + ভুয়া = ছাদিভুয়া (ছাতাটি)

খ. চাকমাতে ব্যঞ্জন অন্ত্য শব্দের শেষে সব সময় 'উয়া' যুক্ত হয়। যথা -

মানুচ + উয়া = মানুচছুয়া (মানুষটি)

গাচ + উয়া = গাচছুয়া (গাছটি)

মাচ + উয়া = মাচছুয়া (মাছটি)

গ. চাকমাতে শব্দের অন্ত্যে ব্যঞ্জন হিসেবে 'র' থাকলে তৎক্ষেত্রেই কেবল 'উয়া' এর পরিবর্তে 'ভুয়া' যুক্ত হয়। যথা -

দুর + ভুয়া = দুরভুয়া (কাছিমটি) কুগুর + ভুয়া = কুগুরভুয়া (কুকুরটি)

- বিঃ দ্র ঃ প্রাণীবাচক শব্দের শেষে বাংলায় সব সময় যেমন টি/ টা যুক্ত হয় তেমনি চাকমাতেও সব সময় উয়া/ ঘান যুক্ত হয়।
- ঘ. বাংলার খান/ খানা/ খানি ইত্যাদির স্থলে চাকমাতে আন/ ঘান যুক্ত হয়।

চেয়ার + আন = চেয়ারান (চেয়ারখানা)

টেবিল + আন = টেবিলান (টেবিলান (টেবিলখানি)

ঘর + আন = ঘরান (ঘরখানি)

ঙ. স্বরবর্ণ অন্ত্যে শব্দের শেষে বাংলা খানা/ খানি ইত্যাদির স্থলে চাকমাতে 'ঘান' যুক্ত হয়। যথা -

কুলা + ঘান = কুলাঘান (কুলাখানা)

পাদা + ঘান = পাদাঘান (পাতাখানি)

লুদি + ঘান = লুদিঘান (লতাখানা) ইত্যাদি।

চ. বাংলার গুলি/ গুলা ইত্যাদির স্থলে চাকমাতে গুন/ উন এবং আনি/ ঘানি যক্ত হয়। যথা -

মিলা + গুন = মিলাগুন (মেয়েগুলি)

মানুচ + উন = মানুচছুন (মানুষগুলি)

ঘর + আনি = ঘরানি (ঘরগুলি)

চেয়ার + আনি = চেয়ারানি (চেয়ারগুলি)

লুদি + গানি = লুদিগানি (লতাগুলি)

খারু + গানি = খারুগানি (চুড়িগুলি) ইত্যাদি।

বচন

বিচন ঃ চাকমাতে বাংলার মত বচনের সংখ্যা দুই, অর্থাৎ একবচন ও বহুবচন। সচরাচর বাংলায় গুলি/ গুলা, রা, এরা, গণ, সকল ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে বহুবচন গঠিত হয়। আর চাকমাতে তৎক্ষেত্রে উন, গুন, দাঘি, লক, আনি, গানি ইত্যাদি প্রত্যয়াদি যোগে বহুবচন গঠিত হয়। যথা -

ক. চাকমাতে বহুবচনে স্বরবর্ণ অন্ত্য বিশেষ্য পদের শেষে 'গুন'
যুক্ত হয়। যথা - একবচন বহুবচন্

খ. চাকমাতে বহুবচনে ব্যঞ্জন অন্ত্য বিশেষ্য পদের শেষে 'উন' যুক্ত হয়। যথা -হাচ (হাঁস) আচছন (হাঁসগুলি)

হাচ (হাঁস) আচছুন (হাঁসগুলি) ছাগল (ছাগল) ছাগলুন (ছাগলগুলি)

গ. দেশ, স্থান, লতা, পাতা, কাগজ, পাখা, রশি ইত্যাদি জাতীয় শব্দের শেষে চাকমাতে বহুবচনে সব সময় আনি/ ঘানি প্রত্যয়াদি বিশেষ্য পদের শেষে বসে যথা -

দেচ (দেশ) দেচছানি (দেশগুলি)
জুম (জুম) জুমানি (জুমগুলি)
পাদা (পাতা) পাদাগানি (পাতাগুলি)
লুদি (লতা) লুদিগানি (লতাগুলি) ইত্যাদি।

ঘ. যুবক, মহিলা, বালক ইত্যাদির 'দল' বুঝাইলে চাকমাতে বহুবচনে বিশেষ্য পদের শেষে 'লক' যুক্ত হয়। যথা -

গাভুর (যুবক) গাভুরলক (যুবকদল)
মিলা (মেয়ে) মিলালক (মেয়ের দল)
গুরা (বালক) গুরালক (বালক সকল)
বাপ-ভেই (বাপ-ভাই) বাপ-ভেই সগর লক

(বাপ-ভাই সকল লোক)

ঙ. চাকমাতে সম্মানার্থে এবং বহুবচনে বিশেষ্য পদের শেষে 'দাঘি' যুক্ত হয়। যথা -

একবচন বহুবচন

বাবু বাবুদাঘি (বাবু-সকল এক বা একাধিক বাবু

সম্বোধনের রীতি)

শোর (শ্বশুর) শোরদাঘি (শ্বশুর সকল, আপন শ্বশুর সম্পর্কে

কোন কথা বলার সময় উচচারণের রীতি।)

জামেই (জামাই) জামেইদাঘি (জামাই-সকল, সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয়।)

লিঙ্গ

চাকমাতে বাংলার মত লিঙ্গের সংখ্যা চার। এগুলি হলো - পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্রীবলিঙ্গ এবং উভয়লিঙ্গ। যথা -

পুংলিঙ্গ ঃ বাপ, ভেই (ভাই), পুয়া (পুত্র), তালই (ভাইয়ের শ্বণ্ডর), লবয় (শালির স্বামী)।

স্ত্রীলিঙ্গ ঃ মা, ভোন (বোন), ঝি (কন্যা), শালী, শোরি (শ্বাশুড়ী) ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ ঃ গাচ (গাছ), বাচ (বাঁশ), ঘর, চেয়ার, খবং (পাগড়ী), কাবর (কাপড়) ইত্যাদি।

উভয়লিঙ্গ ঃ নাদিন (নাতি/নাতনী), সমার্জ্যা (সঙ্গী), চিগোনগুরা (ছোট শিশু), গর্বা (মেহমান), পুচছোনী (পরিবেশনকারী/ পরিবেশনকারনী), পেইক (পাখী) ইত্যাদি।

লিঙ্গান্তর ঃ চাকমাতে পুংলিঙ্গ বাচক শব্দগুলিকে কতিপয় প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর করা যায়। নিন্মে এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া গেল -

(১) সাধারণ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ঃ

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ নেক (স্বামী) মোক (স্ত্রী) জামেই (জামাই) বো (বউ) নানু (নানী/ দাদী) আজু (নানা/ দাদু) দাদাহ (দাদা) ভুজি (বৌদি) পিঝা (পীসা মশাই) পিঝেই (পিসী) মুঝি (মাসী) মইঝ্যা (মেশো মশাই) মামী। মামু (মামা)

(৩) 'য়া' যোগে পুংলিঙ্গ এবং 'নি' যোগে স্ত্ৰীলিঙ্গ শব্দ ঃ

সাপ্যা (সাহেব) সাবোনি (মেম)
ধোপ্যা (ধোপা) ধোবোনি (ধোপার স্ত্রী)
কার্বাজ্যা (গ্রাম্য মোড়ল) কার্বারনি (মোড়লের স্ত্রী)
চেয়ারমান্যা (চেয়ারম্যান) চেয়ারম্যানি(চেয়ারম্যানের স্ত্রী)
জাল্যা (জেলে) জাল্যানি (জেলের স্ত্রী)

বিঃ দ্রঃ- চাকমাতে সম্বোধনেও পুরুষদের নামের শেষে অনেক সময় 'য়া' যুক্ত হয়।

(8) 'ধন'/ 'চান' যোগে নাম বাচক পুংলিঙ্গ এবং 'বি'/ 'পুদি' যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ঃ

পু ংলিঙ্গ	<u>ख</u> ीिल अ
রাঙাধন	রাঙাবি/ রাঙাপুদি
সনাধন	সনাবি/ স্নাপুদি
মেয়াধন	মেয়াবি/ মেয়াপুদি
ছেয়াধন	ছেয়াবি/ ছেয়াপুদি
রাঙাচান	রাঙাবি/ রাঙাপুদি
চিগোনচান	চিগোনবি/ চিগোনপুদি।

(৫) 'বানা' যোগে পুংলিঙ্গ 'বানি' যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নুদিবানা (ঢংগালা)	নুদিবানি (ঢংগালী)
কাম্মুয়াবানা (কর্মঠ লোক)	কাম্মুয়াবানি (কর্মঠ স্ত্রীলোক)
আলস্যাবানা (অকর্মণ্য লোক)	আলসিবানি(অকর্মণ্য স্ত্রীলোক)

(৬) বিশেষ্যের পূর্বে পুং অথবা স্ত্রী বাচক শব্দ যোগে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দঃ

পুংলিঙ্গ	<u>खीलिश्र</u>
এহ্ঙেলা কুগুর (মদ্দা কুকুর)	এহঙোলী কুগুর (মাদী কুকুর/ কুক্কুরী)
অহ্লাঃ বিলেই (হুলো বিড়াল)	অহ্লিঃ বিলেই (মাদী বিড়াল/বিড়ালী)
মাহ্লাহ্ ভগর (মর্দা শৃকর)	মাহ্লিহ্ শূগর (মাদী শূকর)
দামারাহ্ গরু ((মর্দা গরু)	মাদাম গরু (মাদী গরু)
রাদা কুরাহ্ (মোরগ)	কুহ্রী কুরাহ্ (মুরগী) ইত্যাদি ।

চাকমা কারক ও বিভক্তি ঃ

চাকমা ভাষার কারক ও বিভক্তিগুলি নিন্মে উদাহরণসহ প্রদান করা গেল ঃ-

কারক	বিভক্তি	উদাহরণ	বঙ্গানুবাদ
কর্তৃ	শূন্য, এ, য়	করিম ঘরত যায়।	করিম বাড়ীতে যায়।
		করিমে ঘরত যায়।	ঐ
		রাজায় রাজায় কধা কন।	রাজায় রাজায় কথা বলে।
কৰ্ম	রে	তু ই রহিমরে বইভুয়া দে।	তুমি রহিমকে বইটি দাও।
করণ	লই/ দি	ইভা দরি লই বান।	এইটি দড়ি দিয়ে বাঁধ।
		ইঅত কলম্মদি লেখ।	এখানে কলম দিয়ে লেখ।

সম্প্রদান	রে	তুমি ভাজেরে স্যং দ্য।	বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আহার্য দ্রব্য
			দিন।
অপাদান	থুন	তে ঘরত্থুন এযের।	তিনি বাড়ী থেকে আসছেন।
সম্বন্ধ পদ	র	ইভা ফলনার বই।	এইটি অমুকের বই।
অধিকরণ	ত/ মায়	তে ঘরত আঘে।	সে বাড়ীতে আছে।
		তে অভিন্যমায় আছে।	সে অফিসে আছে।

ধাতু ও ক্রিয়া

ধাতু ঃ ক্রিয়ার মূলের নাম সংক্ষেপে ধাতু। যথা - মুই খেলুং (আমি খেয়েছি)
এখানে খেলুং ক্রিয়া পদটির মূল হলো ✓খা। অর্থাৎ উহার ধাতু হলো
✓খা। অনুরূপভাবে কোম (বলবো), পেম (পাবো), গরং (আমি করি)
ইত্যাদি ক্রিয়া পদগুলির মূল বা ধাতু হলো যথাক্রমে - ✓ক, ✓পা,
✓গর ইত্যাদি।

ক্রিয়া ঃ যে কোন ভাশার ক্রিয়ার বহু রূপ আছে। এ অনুচেছদে সমাপিকা ও অসমাপিকা দু'টি ক্রিয়ার কথা আলোচনা করা যাক। সংক্ষেপে যে ক্রিয়ার দ্বারা কোন কার্য সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়েছে বুঝায় তাহা সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন- মুই ভাত খেলুং (আমি ভাত খেয়েছি) - এখানে 'খেলুং' ক্রিয়াযোগে কর্তার ভাত খাওয়ার কাজ সম্পাদিত হয়েছে বোঝাচেছ। আবার যে ক্রিয়ার দ্বারা কর্তার কার্য অংশতঃ সম্পাদন বুঝায় কিন্তুর সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়েছে বুঝায় না তাহা অসমাপিকা ক্রিয়া। যথা - মুই ভাত খেইনে অভিঝত যেম (আমি ভাত খেয়ে অফিসে যাবো) - এখানে 'খেইনে' ক্রিয়া পদটি দ্বারা কর্তার সম্পূর্ণ সম্পাদিত হচেছ বোঝাচেছ না; অতএব এখানে 'খেইনে' একটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

চাকমাতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধাতুর শেষে লে/ ইলে, দে/ ইদে, ইনে ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি যুক্ত হয়। যথা -

লে/ ইলে ঃ তুই কলে মুই যেম (তুমি বললে আমি যাবো)।
তুই গরিলে মুই-অ গরিম (তুমি করলে আমিও করবো)।

দে/ ইদেঃ তে **যাদে**, তরে ডাগিব (সে যেতে, তোমাকে ডাকবে)।
তে পাদে, তুই-অ পেবে (সে পেলে, তুমিও পাবে)।

ইনেঃ মুই বই পড়িনে ত' ইধু এম (আমি বই পড়ে তোমার কাছে আসবো)।

ক্রিয়ার কাল ও ধাতুরূপ

ক্রিয়ার কাল ঃ-

চাকমাতে ক্রিয়া পদের তিন প্রকার কাল রয়েছে। যথা - বর্তমান কাল, অতীত কাল ও ভবিষ্যত কাল। নিন্মে এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ-

বর্তমান ঃ মুই ভাত খাং (আমি ভাত খাই)

অতীত ঃ মুই ভাত খেইয়ং (আমি ভাত খেয়েছিলাম)

ভবিষ্যত ঃ মুই ভাত খেম (আমি ভাত খাবো)।

চাকমাতে উপরোক্ত তিনটি কাল আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমন - সাধারণ বর্তমান (Simple present tense or present indefinite tense), ঘটমান বর্তমান (present prograsive or present continuous tense), পুরাঘটিত বর্তমান কাল (present perfect tense), বর্তমান

অনুজ্ঞ present imperative), সাধারণ অতীত (past indefinite). নিত্যবৃত্ত অতীত (past habitual), ইতিবৃত্ত অতীত (past substantial), ও সাধারণ ভবিষ্যত (future indefinite) ইত্যাদি। এ বিষয়ে নিন্মে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল -

```
সাধারণ বর্তমান
                         মুই লং (আমি লই/ I take)
                   ò
                         মুই লঙর (আমি নিচিছ/ I am taking)
ঘটমান বর্তমান
প্রাঘটিত বর্তমান
                         মুই লোলুং (আমি নিয়েছি/I have taken)
                   ò
বৰ্তমান অনুজ্ঞা
                         তুই ল (তুমি নাও/ You take)
সাধারণ অতীত
                         মুই লইয়ং (আমি নিয়েছিলাম/ I took)
                   8
নিত্যবৃত্ত অতীত
                         মুই লোদুং (আমি নিতাম/ I used to take)
                   8
ইচছাবৃত্ত অতীত
                         মুই লোলঙন (আমি নিতাম= এখানে আমার
(Past Substantial)
                         লওয়ার ইচছা ছিল অর্থে/ I would tate)
সাধারণ ভবিষতে
                         মুই লোম (আমি লইব/ I shall take)
                         ইত্যাদি।
```

ধাতুরূপঃ ধাতু অন্ত্য অ-কার/ আ-কার/ এ্যা-কার হসন্ত ইত্যাদি ভেদে চাকমাতে ক্রিয়া রূপে কিঞ্চিৎ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

```
মুই লইয়ং (√ল + ইয়ং) - আমি নিয়েছিলাম।
অ-কারান্ত
                  মুই খেইয়ং/ খিয়ং (✓খা + ইয়ং) - আমি খেয়েছিলাম।
আ-করান্ত
                  মুই দ্যোং (√দ্যা + ইয়ং) - আমি দিয়েছি।
এ্যা-কারান্ত
              8
                  মুই দেখ্যং (√ দেখ + ইয়ং) - আমি দেখেছি।
হসন্ত-অন্ত্য
                  মুই (√ দেঘা + ইয়ং) - আমি দেখিয়েছি ইত্যাদি।
```

নিজন্ত ধাত

অতএব এ বিষয়ে নিন্মে একসাথে আ-কারান্ত হিসেবে √ল (to take), আ-কারান্ত হিসেবে ✓খা (to eat), হসন্ত যুক্ত ✓গর্ (to do), এবং এ্যা কারান্ত ✓দ্যা (to give) - এই চারটি সাধারণ ধাতুরূপ দেওয়া গেল। উলেখ্য অন্যান্য ধাতুগুলির রূপও ঐগুলির অনুরূপ হবে -

সাধারণ বর্তমান কাল

(Present Indefinite Tense)

পুরুষ	একবচন	(প্রত্যয়)	বহুবচন	(প্রত্যয়)
উত্তম	মুই লং/ খাং/ গরং/ দ্যং	(१)	আমি লই/ খেই/ গরি/ দিই	(ই)
মধ্যম	তুই লচ/ খাচ/ গরচ/ দ্যচ	(চ)	তুমি ল/ খ/ গর/ দ্য	(অ)
প্রথম	তে লয়/খায় গরে/ দ্যা(dae	e)(য/এ)	তারা লন/ খান/ গরন/ দ্যন	(ন)

ঘটমান বৰ্তমান কাল

(Present Continuous)

পুরুষ	একবচন	(প্রত্যয়)	বহুবচন	(প্রত্যয়)
উত্তম	মুই লঙর/খাঙর/গরঙর/দ্যঙ	র (ঙর)	আমি লোর/খের/গরির/দির	(ইর)
মধ্যম	তে লর/খর/গরর/দ্য	(র)	তুমি লর/খর/গরর/দ্যর	(র)
প্রথম	তে লর/খার/গরের/দের	(এর)	তারা লদন/খাদন/	
			গরদন/দেদন	(দন)

পুরাঘটিত বর্তমান

(Present Perfect Tense)				
পুরুষ	একবচন	(প্রত্যয়)	বহুবচন	(প্রত্যয়)
উত্তম	মুই লোলুং/খেলুং/	(ইলুং)	আমি ললং/খেলং/	(ইলং)
	গরিলুং/দিলুং		গরিলং/দিলং	
মধ্যম	তুই ললে/খেলে/গরিলে/দিলে	(ইলে)	তুমি ললা/খেলা/গরিলা/দিল	া (ইলা)
প্রথম	তে লল/খেল/গরিল/দিল	(ইল)	তারা ললাক/খেলাক/	
			গরিলাক দিলাক	(ইলাক)

বৰ্তমান অনুজা

(Present Imperative)

পুরুষ	একবচন	(প্রত্যয়)	বহুবচন	(প্রত্যয়)
উত্তম মধ্যম	- (তুই) ল/খা/গর্ দ্যা (dae)		লই/খেই/গরি/দিই (তুমি) ল/খ/গর/দ্য	(ই) (অ)
	(তে) লোক/খোক(ওক) গরোক/দ্যোক	(তারা)	(তারা)লদোক/খাদোক গরদোক/দেদোক	(দোক)

সাধারণ অতীত

(Past Indefinite)

পুরুষ	একবচন	(প্রত্যয়)	বহুবচন	(প্ৰত্যয়)
উত্তম	মুই লইয়ং/খেইয়ং/ গোজ্যং/দ্যোং	(ইয়ং)	আমি লইয়েই/থেইয়েই গোজ্যেই/দ্যেই	(ইয়েই)
মধ্যম	তুই লইয়চ/খেইয়চ গোজ্যেচ/দ্যোচ	(ইয়চ)	তুমি লইয়/খেইয়্য গোজ্যে/দ্যে	(ইয়)
প্রথম	তে লইয়ে/খেইয়ে গোজ্যে/দ্যে	(ইয়ে)	তারা লইয়ন/খেইয়ন গোজ্যেন/দ্যোন	(ইয়ন)

নিত্যবৃত্ত অতীত

(Past Habitual)

পুরুষ একবচন

(প্রত্যয়) বহুবচন

(প্রত্যয়)

মধ্যম তুই লদে/খেদে/গরিদে/দিদে (ইদে) তুমি লদা/খেদা/গরিদা/দিদা (ইদা)

উত্তম মুই লোদুং/খেদুং/গরিদুং/দিদুং (ইদু) আমি লদং/খেদং/গরিদং/দিদং (ইদং)

প্রথম তে লদ/খেদ/গরিদ/দিদ (ইদ) তারা লদাক/খেদাক (ইদাক) গরিদাক /িদাদক

ইতিবৃত্ত অতীত

(Past Substantial)

পুরুষ	একবচন	(প্রত্যয়)	বহুবচন	(প্রত্যুয়)
উত্তম	মুই লোলুঙ্ন/খেলুঙ্ন গরিলুঙ্ন/দিলুঙ্ন	(ইলুঙুন)	আমি ললঙ্ন/খেলুঙ্ক গরিলঙ্ক/দিলঙ্ক	(ইলঙুন)
মধ্যম	তুই লোলিন/খেলিন গরিলিন/দিলিন	(ইলিন)	তুমি ললাগুন/খেলাগুন গরিলাগুন/দিলাগুন	(ইলাগুন)
প্রথম	তে লোলুন/খেলুন গরিলুন/দিলুন	(ইলুন)	তারা ললাক্ক্ন/খেলাক্ক্ন গরিলাক্ক্ন/দিলাক্ক্ন	(ইলাক্কুন)

সাধারণ অতীত

(Future Indefinite)

পুরুষ	একবচন	(প্রত্যয়)	বহুবচন	(প্রত্যয়)
উত্তম	মুই লোম/খেম গরিম/দিম	(ইম)	আমি লবং/খেবং গরিবং/দিবং	(ইবং)
মধ্যম	তুই লবে/খেবে গরিবে/দিবে	(ইবে)	তুমি লবা/খেবা/গরিবা /দিবা	(ইবা)
প্রথম	তে লব/খেব/গরিব /দিব	(ইব)	তারা লবাক/খেবাক/ গরিবাক/দিবাক	(ইবাক)

বাক্য

বাক্য ঃ চাকমাতে বাক্যের রূপ প্রায় বাংলার মতই - প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম, সবশেষে ক্রিয়া। যথা -

প্রশ্নবোধক বাক্যেও বাংলার সাথে চাকমার মিল রয়েছে, যথা -

২. কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া + প্রশ্নবোধক চিহ্ন = প্রশ্নবোধক বাক্য তুই ভাত খেইয়চ নি ? (তুমি ভাত খেয়েছিলে নাকি ?) তে কাম গোজ্যে নে ? (সে কাজ করেছিল নাকি ?)
তারা কাম গরদনদে আঃয় ? (তারা কাজ করছে নাকি ?)
কিন্তু না-বোধক বাক্যে বাংলার সাথে চাকমার পার্থক্য রয়েছে। বাংলায় না-বোধক বাক্যে নঞার্থে 'না' ক্রিয়ার শেষে বসে, অর্থাৎ প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম ও ক্রিয়া, সব শেষে 'না' বসে। যথা - তুমি ভাত খাবে না। চাকমাতে কিন্তু নঞার্থে 'ন' এর অবস্থান নিয়ে বাংলার সাথে ব্যতিক্রম রয়েছে। চাকমাতে না-বোধক বাক্যে প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম এবং সব সময় ক্রিয়ার পূর্বে 'ন' বসে। যথা -

কর্ম + নঞার্থে 'ন' + ক্রিয়া = না-বোধক বাক্য কৰ্তা + **9**. তুই খেবে (তুমি ভাত খাবে না।) ভাত ন মুই বই লোম (আমি বই নেবো না।) ন গরিব (সে কাজ করবে না।) ত্যে কাম ন কর্তা + অধিকরণ + কর্ম + ক্রিয়া =বাক্য 8. কিনিব। (সে বাজারে মাছ কিনবে) তে বাজারত মাচ খেম। (আমি হোটেলে ভাত খাবো) মুই হোটেলত ভাত (মেয়েটি অনুষ্ঠানে গান মিলাভুয়া ফাংশানত গেব। গান

গাইবে)

৫. অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে তৎক্ষেত্রে অধিকরণ ও কর্মের মধ্যে উহা বসে।

কর্তা +	অধিকরণ +	- অসমাপিকা	ক্রিয়া +	কৰ্ম =	ক্ৰিয়া = বাক্য
তে	ঘরত	যেইনে	ভাত	খেব	(সে বাড়ীতে গিয়া ভাত খাবে)
তুই	সিনেমাত	যেইনে	ফিলিম	চেবে	(তুমি সিনেমায় গিয়ে ফ্লিম দেখবে
পুয়াগুন	কলেজত	যেইনে	বই পড়িব	াাক	(ছেলেরা কলেজে গিয়ে বই পড়বে)

প্রবচন

চাকমা প্রবাদ বাক্য দূর কুদুম ফুল বাচ কায়কুদুম চিন্দাবাচ	আক্ষরিক অনুবাদ দূরের কুটুম ফুলের বাস কাছের কুটুম মন্দা বাস	ব্যবহারিক অর্থ দূরের আত্মীয়রা চিরকাল আদরনীয় হয়ে থাকে।
ভাত ভালা চুধা খা পথ ভালা বেঙা যা	ভাত ভাল শুধু খাও পথ ভালা বাঁকা যাও।	উত্তম রাস্তা দীর্ঘতম হলেও বিপদজনক নিকটতম রাস্তার চেয়ে শ্রেয়।
হে্দে হে্দ বানে গাচ বানে।	হাতী দিয়ে হাতী বাঁধে গাছ দিয়ে গাছ বাঁধে।	কোন ব্যক্তির মন পেতে গাঝে হলে তাহার সম্পর্কীয় কাউকে দিয়ে তাঁহাকে ধরতে হয়।

দেঘাদেঘি কর্ম শুনাশুনি ধর্ম কানেদে পুয়া দুধ পায় না ন কানেদে পুয়া দুধ পায়।	দেখাদেখি কর্ম শুনাশুনি ধর্ম যে ছেলে কাঁদে সে দুধ পায় অথবা যে কাঁদে না সে দুধ পায়।	যে কোন কাজ দেখে শুনে অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখা যায়। কোন কিছু আদায় করতে হলে সবাইকে চাইতে হয়।
জাদে জাত তগায় কাঙারা গাত তগায়।	জাতে জাত খোঁজে। কাঁকড়া গৰ্ত খোঁজে।	সবাই আপন জাতি ও অনুকল পরিবেশে থাকতে চায়।
আমন' বুদ্ধি সনা	নিজের বুদ্ধি সোনার	যেখানে অপরের বুদ্ধিতে
পর' বুদ্ধি রাং	পরের বুদ্ধিতে ভেজাল	ভেজাল থাকে,
আড়াল্যা পাড়াল্যা বুদ্ধি	পাড়াপড়শীদের বুদ্ধি	সেখানে নিজের বুদ্ধিই গাঝ'
মাধাত টাংঙা	গাছের আগায় ট্যঙ্গাও।	শ্রেয়।
এক মোক্যা সুঘ' ভাত দি-মাক্যা লাধি ভাত তিন মোক্যা কবালত আহ্ত	এক স্ত্রী সুখের ভাত দুই স্ত্রী লাথি-ভাত তিন স্ত্রী কপালে হাত	অধিক স্ত্রী গ্রহণ সুখের হয় না।
খেলে লাজ নে-	খেলে লাজ না	তুলনীয় ঃ-
ধেলে লাজ।	পালালে লাজ।	যো পলায়টি সো জীবিত।
উজোলে ন মরে	পালা করে কাজ করাতে	ধীরে সুস্থে কাজ করা
বুগিয়ে মরে।	মরে না একেবারে কাজ	উত্তম।

করাতে মরে।

٩	৬	
চাকমা ভাষা শিকার প্রথম পাঠ	চাকমা বাগধারা	

のに イマグ でき こころり イナス	চাকমা বাগধারা	

চাকমা বাগধারা	
DIA	

৬	
<u>~</u>	
বাগধার	
₹	
)কিমা	
<u></u>	

বাগধারা	
চাক্মা	

চাকমা বাগধারা ঃ চাকমা ভাষায় বাংলার মত বেশ কিছু বাগধারা শব্দ পাওয়া যায়। কোন কোনটির অর্থও বেশ চমৎকার। নিন্দে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ

এ কেমন হালচাল না বুঝার

বঙ্গাথ

উদাহরণ

অর্থ/ তুলনীয়

আক্ষরিক অনুবাদ

চাকমা বাগধারা

দেওয়া সেল ঃ-

লোক অর্থাৎ গন্ড মুর্খ।

<u>ত ত ন বুঝিয়া</u> ইভা কেঝান

হালচাল না বুঝা।

ত্ৰ-ভ-শ বুঝা।

ত ত ন বুঝানা

মানুষ

তোমার কাকাকে নাম করে

ত' কান্ধারে নাঙ ধরি

দাগর ক্যা? তে তর কুমরা তোনঅ ইঝা

তোমার অবহেলার পাত্র

नाकि ?

. ज्या

ডাকছ কেন ? সে কি

ইদুরের(মত) সভা করে

উন্দুরঅ তেমাং গরি

লাভ নেই_।

ঘন্টা বাঁধবে কে? অবহেলার পাত্র।

বিড়ালের গলায়

ইদুরের সভা করা।

উন্দুরঅ তেমাং গরানা।

কুমড়া তরকারীর

কুমুরা তোনঅ ইঝা

। ক্রিঃ

লাভ নেই ₋

চেয়ারম্যানগিরি হারিয়ে সে

চেয়ারম্যানি আহ্রেইনে

ক্ষমতাহীন

দাঁড় ভাঙ্গা কাঁকড়া

দারভাঙা কাঙারা।

পড়ার মত।

মুরগীর মুখে চিংড়ি

কুহ্রা মুঅত ইঝা

পোজে পা।

তে দারভাঙা কাঙারা

অই আঘে।

ক্ষমতাহীন হয়ে আছে

দার প্রথম পাঠ	j
মা ভাষা শিক্ষার	KIGASHA.
চাক্যা	ভাত তবকাৰী মাদ্যৱ

ওর হাতে সব চাবিকাঠি এ

কাজের জন্য ওকেই ধর

ধবাকাদিআনি একামা-

গিয়ে।

99

ভীষণ ক্ষেপে আছে ও এখন

টাকা পয়সা হারিয়ে সে

তেঙা পোয়ঝ্যা আহ্রে-

ভীষণ ক্ষেপা।

মাছি যেতে না পারা

নাকের কাছ দিয়ে

নাগ কুরেন্দি মাঝি যেই ন পারানা।

ইনে তে জুরঅ অই

নত্যে তারে ধরলোই

কাউকে সহ্য করতে পারবে

আঘে, তা'কুরোন্দ ইক্খ

মাঝিয়্য যেই পাৰ্ত্ত নয়।

वन्।१वम

নলার কেশ খাওয়া

নলাকেচ্ খেইয়া

ক্ট ক্

- ১৬৬৬

তুমি ওর এতই বশংবদ নাকি ও না বললে তুমি

থেকো সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে লাভ অপরের ঝগড়াঝাটি থেকে দূরে

মান্কা কোজ্যাখুন দুরত

অপরের সংঘষেংর

মাংস কুটার কাঠ খন্ড।

এইরা কুদা'

থেচ্ এহ্রা কুদা' গর্ভ

অইনে লাভ নেই।

গাছেরটাও খাওয়া আবার তলারটাও

শাকও থাওয়া আবার

শাগ' থানা গুলায়্য থানা

ফলও খাওয়া।

কুড়ানো -

আমার জীবনে আর দেখিনি।

ওর মত সাহসী লোক আমি

তা' সান্যা মুই ঘিলাদাদঅ

जाश्जी (लाक।

গলার বিচির মত শক্ত।

যিলাদাদঅ মানুচ্

মনুচ ম' জনমত আর ন

দেঘং –

কোথাও যেতে পারবেনা ?

ন কলে কনকেত যেই

शहित ?

খেইয়চ নেনা ? তে তুই তার নলাকেচ

নর প্রথম পাঠ	তা' আহ্দত বেক
চাকমা ভাষা শিক্ষার প্রথম	ভাত তরকারী নাড়ার চাবিকাঠি। কাঠি।

मजकापि

		চাকমা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ	প্রথম পাঠ	9 <i>b</i>
	কৰ্ণফুলীও দেখা হলো	ঝল ধরে অভিসারে	ফলান ভেলে কাবজ্যা-	ওমুক মেয়ে নাকি কাবারার
ছেলের রাঙাখাদিয়্য ধয় পা।	বক্ষবন্ধনীও ধোওয়া	যাওয়া ।	পুয়াভুয়া ইধু বেরা যিয়ে,	কাছে ড়োতে গেছে. বুঝলে না ?
	र जा।		ন বুঝিলা নে ? ইআনিরে	বলে আর কি ছল ধরে অভিসারে
			আয় কয়দে ষরগাঙ্জ চায়	যাওয়া।
			ना दाडांचानिस्र धरा ना।	
	সাত যুগের পেঁচা।	আইবৃড়ো	বয়চ্ চল্লিচ্ অহ্ল, তুয়া	বয়স চল্লিশ হলো তবু বিয়ে
			বউ ন লচ্, সাতযুগ'	আইবুড়ো হয়ে আছ।
			পেঝা অই আঘচ্।	
	ঝোপের ভিতর পটল।	মেষে মেষে অনেক	ত' ঝিভুয়া কমলে বউ দিবে?	তোমার মেয়ে বিয়ে কবে
			বেলা। অর্থাৎ দেখতে	ঝুবঅ ছেরে পোরোল দেবে ?
			গুরত ভিতরে ভিতরে	দেখতে বয়স যথেষ্ট হওয়া।
			অই আমে।	বয়স অনেক হলো।
	বাঁশের টুকরো দিয়ে	সাদা কাপড়ে কালি	তারে ক্যা সুম সুম বন্নাম গরর?	ওকে কেন শুধু শুধু দুর্নাম করে
	গু লাগিয়ে দেওয়া।	লেপন করা। অর্থাৎ	কেমো মাধায় ঘু বাঝে ন দিচ।	তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে
			নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্ক	দিচছ ?
		লেপন করে দেওয়া।		
	বাঘ আর মহিষের	সাপে নেউলে সম্পর্ক	সে দিজনর যেঝান বাঘে মোঝে	ওদের দুজনের মধ্যে বৈকম
	ड्रांब ।	অৰ্থাৎ ভীষণ শক্ষতা।	আহ্ল, তারারে ইধু এক সমারে	ঘোর শব্দতা রয়েছে, তাদের
			ন দাগিলে গম অহ্ব।	দুজনকে এখানে একসাথে না
				ডাকলে ভাল হবে।

বেচ্ পাৰ্ত্তে পাৰ্ত্তে ভাঙ' বারাহ্ বেশী বাড়াবাড়ি করে সে শেষ	অইনে শেচমেচ অধক সুদ্ধ ঝরি পর্যন্ত সীমা ছাডিয়ে গিয়ে	
সমূলে উৎখাত বা বেচ্ পাৰ্লে	ধ্বংস অর্থাৎ দলবল অইনে শে	। अटब्र्
বাসাসহ মুরগীর পড়া।		সুদ্ধ নিপাত।
অধক ভাঙি পরানা । ি	অধক সুদ্ধ কুরি পরানা।	

একেবারেই কপর্দক শূন্য হয়ে দলবলসহ সমূলে ডৎখাত টাকা পয়সা হারিয়ে সে হয়েছে -- জ্বান্ত্যুদ্ধ একবারে চাদারা লাঘত পেইয়ে। তেঙা পয়ঝ্যা আহ্রেইনে তে আর্থিক দুরবস্থায় পড়া। অসহায় ব্যক্তি বাজারের কলার কাঁধি। তলা নাগাল পাওয়া চাদারা লাঘত্ পানা। **ध**िवाना। অহ্গলक् । বাজার' কলা-ছ্রা।

নিম লিখিত শঁকগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন ঃ তুগুনত্র বাচ্ (সুবিধাবাদী), মেলোমাচ্ (কাহিল অবস্থা), অঝা বাদ্দর (পালের গোঁদা), গাঝখুন অহ্লা পরে পা (আচমকা উপনীত হওয়া), চেলাবাব কি খেবে খা (পরের ধনে পোন্দারি), মানিক্যা বাবঅ সিদ্নি খানা (ঘটনা শেষে উপস্থিত হওয়া) ইত্যাদি ।

অসম্ভব দাবী

লুরিখুন পুআ মাগানা।

DR.G. A. Grierson সংগৃহীত চাকমা বর্ণ(১৯০৩ খৃ:) এবং এগুলি সন্ধ্রেরে তার মতামত

The following account of the Chakma alphabet is based on information provided by Dewan Kristo Chandra, a gentleman of Chakma nationality, and forwarded to me by Mr. J. A. Cave-Browne. Assistant Commissioner, Chittagong Bill Tracts.

The Chakma alphabet is as follows:-

\mathcal{O}	10	\bigcirc	22	E
ka	khā	ąċ	g h á	#å
\boldsymbol{z}	3	Er	B	S)
rhii (sā)	chhá	jā	jhá	fiá
2	5	3	2.0	U
ta	!hā	đã.	dhá	ņā
တ	∞	2	9	3
tä	t hā	då	dhà	mi
U	U	\mathcal{O}	K	W
pi	phd	bā	bhā	må
W	\mathcal{F}	\sim	0	သ
y _' i	rd	lä	10 á	Sie
N	$\frac{1}{2}$	\mathcal{F})	
hā	Mla	4.		

Bengali.

BBMGALI.

The most important point to notice in this alphabet is that the vowel imberent in each consonant is, not a as in other Indian languages, but ā. Note also that \mathfrak{D} the initial form (there is, of course, no non-initial form) of ā is treated as a consonant, much as the letter alif is treated as a consonant in Arabic.

For purposes of comparison, I here give the usual Burmese forms of the consonants:-